বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ঔপনিবেশিক প্রাগিতিহাস

(*Bangla Goyenda Sahityer Ouponibeshik Pragitihas*)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে
ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য লিখিত
গবেষণা সন্দর্ভের
সারসংক্ষেপ

Synopsis
of
the Thesis submitted for
the Degree of Doctor of Philosophy
at Jadavpur University, Kolkata

By
Anirban Mondal

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta (CSSSC)
R-1 Baishnabghata Patuli Township
Kolkata 700094

Jadavpur University
Kolkata 700032

2025

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ঔপনিবেশিক প্রাগিতিহাস

সারসংক্ষেপ

প্রস্তাবনা: গবেষণার মূল প্রশ্নাবলী

১২৮৭ বঙ্গাব্দের বঙ্গদর্শন-এ বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই", কারণ "ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম"।[1] এই একই কথার হেরফের করে বলা যায়, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ইতিহাস চাই। কারণ—আবারও বঙ্কিমী লক্ষে বলা যায়— তার মধ্যে মিশে আছে "প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস"। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৫-১৯৪৭)[2]-এর দারোগার দপ্তর-এর প্রথম কিস্তি থেকে সত্যজিৎ রায় (১৯২১-১৯৯২)-এর 'রবার্টসনের রুবি' গল্পের রচনাকাল পর্যন্ত ধরলে বাংলায় গোয়েন্দা গল্পের পাক্কা একটি শতাব্দের হিসেব পাওয়া যায়। ১৮৯১ থেকে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ২১৭ কিস্তিতে দারোগার দপ্তর লিখেছিলেন প্রিয়নাথ। সত্যজিতের খসড়ার সন-তারিখ ধরলে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয়েছিল 'রবার্টসনের রুবি'। এই একশ বছরে জনপ্রিয়তা ও বাণিজ্যের নিরিখে গোয়েন্দা গল্পের গতি অপ্রতিহত হলেও, মননশীল আলোচনা ও গভীরতর বিশ্লেষণ-চর্চায় তার তেমন কল্কে জোটেনি। আলোচনা যা হয়েছে তাও টুকরো-টুকরো, কখনও নেহাতই পাঠ প্রতিক্রিয়া ও স্মৃতিচারণসুলভ, কখনও ভক্ত পাঠকের নৈবেদ্য।[3]

কিন্তু যেটা একেবারেই বিশেষ আলোচনায় আসেনি তা হল— ঔপনিবেশিক শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে ও ইংল্যান্ডে পুঁজিবাদের আদিপর্বে রহস্য-রোমাঞ্চকর কাহিনীর মাধ্যমে মাতৃরাষ্ট্র গ্রেট ব্রিটেন এবং বঙ্গীয় উপনিবেশ কীভাবে এক অচ্ছেদ্য গাঁটছড়ায় জুড়ে ছিল? উপনিবেশের অভিজ্ঞতা মাতৃরাষ্ট্রের সমাজে ও সাহিত্যে পুলিশ ও গোয়েন্দা চরিত্রদুটিকে কীভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল? ইংরেজি গোয়েন্দা কাহিনীর আদিপর্ব থেকে কীভাবে উপনিবেশের ছায়ার সঙ্গে লড়াই করেছিল গোয়েন্দাপ্রবর এবং 'অপরাধী' চরিত্রের ছাঁচ তৈরিতে উপনিবেশের ভূমিকা কী ছিল? ঔপনিবেশিক শাসনের হাত ধরে

---

[1] রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-লিখিত প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস বইয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রবন্ধটি (বঙ্গদর্শন, ১২৮৭, অগ্রহায়ণ) লিখেছিলেন বঙ্কিম। দ্রষ্টব্য: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা", বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পাদিত), (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৪১৭), পৃ. ২৯০-২৯৩

[2] প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে, কিন্তু ওঁর মৃত্যু সন নিয়ে বিতর্ক আছে। সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান ও তার মূল সূত্র শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার সংকলিত জীবনীকোষ অনুসারে প্রিয়নাথের জীবনাবসান হয় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে। অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত গিরিশচন্দ্র বসু রচিত সেকালের দারোগার কাহিনী বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে (জানুয়ারি, ১৯৮৩) 'ভূমিকা' বলা আছে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু-সন ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে প্রিয়নাথের লেখা আত্মজীবনী তেত্রিশ বৎসরের পুলিশ কাহিনী বা প্রিয়নাথ জীবনী প্রকাশিত হয়। আবার বঙ্গসাহিত্যাভিধান-এ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের মতে প্রিয়নাথ মারা যান ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে, কিন্তু অন্যদিকে সুকুমার সেন ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি-তে জানিয়েছেন ওঁর মৃত্যু সন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ।

[3] এমন কয়েকটি বইয়ের নাম হিসাবে বলা যায়— কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্যুপাঁ থেকে ব্যোমকেশ (কলকাতা, ১৯৭২); মঞ্জুরে মওলা, পড়তে চাই গোয়েন্দা গল্প (ঢাকা, ১৯৯৩)।

দেশীয় সমাজে সেই 'অপরাধ', 'অপরাধী', 'শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া' ও 'শাস্তিবিধান'-এর নানান ধারণাগত প্রতর্ক গড়ে উঠেছিল (যার বনিয়াদের উপরে ভর করেই পল্লবিত হয়েছিল বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য)? বস্তুত, এই প্রশ্নগুলিই বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের মূল তাত্ত্বিক ধরতাই।

কিন্তু, গোয়েন্দা সাহিত্য কী ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় হতে পারে? এদেশে নলিনীকান্ত ভট্টশালী (১৮৮৮-১৯৪৭) কিংবা বিদেশে এডমন্ড উইলসন (১৮৯৫-১৯৭২) প্রমুখ বিশুদ্ধতাবাদী উচ্চকোটির পাঠক-সমালোচকেরা গোয়েন্দা কাহিনীকে গুরুত্ব দিতে নারাজ হলেও, বাংলার পাঁচকড়ি দে বা বিলেতের আগাথা ক্রিস্টি প্রমুখের বইয়ের বিক্রির খতিয়ান দেখলেই বোঝা যায় গোয়েন্দা কাহিনী এমন একটি সাংস্কৃতিক পণ্য যার সমতুল্য জনপ্রিয় সাহিত্য বাজারে বিরল।[4] বস্তুত, পৃথিবীর জনপ্রিয় গোয়েন্দারা রক্ত-মাংসের জীবন্ত মানুষের মতোই হয়ে উঠেছে। শার্লক হোমস চরিত্রটি এমন এক সাংস্কৃতিক মিথে পরিণত হয়েছে যে, জীবদ্দশাতেই তার আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন স্বয়ং কনান ডয়েল।[5] ক্রিস্টি-কৃত বিশ্বখ্যাত গোয়েন্দা এ্যরকুল পোয়ারোর মৃত্যুতে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ অগাস্ট স্মরণিকা ছাপা হয়েছিল *The New York Times* সংবাদপত্রে।[6] কিন্তু, সমস্যার বিষয় হল যে, পশ্চিম ইওরোপের একটি বিশেষ কালপর্বে উদ্ভূত এই ধরনের আবিশ্ব জনপ্রিয় একটি সাহিত্যধারার আদিপর্বের সঙ্গে ঔপনিবেশিক সমাজ-বাস্তবতার সম্পর্ক বিচার করে সামাজিক ইতিহাসের গবেষণা-প্রণালী কী হবে? বস্তুত, এহেন 'জনপ্রিয়' অর্থাৎ 'পপুলার' সাংস্কৃতিক ধারা সম্পর্কে গবেষণার বিষয়ে অনেক সময়েই বিদ্যায়তনিক পরিসরে বিতর্ক তৈরি হয়। বস্তুত, যে-কোনো গণভোগ্য জনপ্রিয় সংস্কৃতির গবেষণাতেই সেই সমস্যা নিহিত থাকতে পারে, বিশেষত যদি সে সম্পর্কে আর্কাইভ অর্থাৎ মহাফেজখানায় যথেষ্ট পরিমাণে নথিপত্র সংরক্ষিত না-থাকে তাহলে ঐতিহাসিক মহলে সেই গবেষণার মান্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠে যায়।[7]

বস্তুত, সাহিত্যের অন্তর্গত হলেও, গোয়েন্দা কাহিনী এমন এক সাংস্কৃতিক পণ্য, যার উদ্ভব পুঁজিবাদের জঠর থেকে। পুঁজিবাদী সমাজে গণ-নাগরিক পরিসরের বিকাশ ও গোয়েন্দা কাহিনীর প্রসার অঙ্গাঙ্গি জড়িত। সেই বিচারে উনিশ শতকে বঙ্গীয় নাগরিক সমাজে ঔপনিবেশিকতার চিহ্নধারী বিভিন্ন পণ্য জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল, যেমন— ঘড়ি, ফাউন্টেন কলম,

---

[4] বিশিষ্ট মার্কিন সাহিত্য সমালোচক এডমন্ড উইলসন *The New Yorker* পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধে গোয়েন্দা কাহিনীকে নাকচই করে দিয়েছিলেন। শার্লক হোমসের কাহিনী অল্প-বিস্তর পড়লেও, তার পরবর্তীকালে বিশেষ গোয়েন্দা কাহিনী তিনি পড়েননি বলেই জানিয়েছিলেন। কারণ, তাঁর মতে সেগুলি পাঠযোগ্য সাহিত্য নয়। বিশেষত আগাথা ক্রিস্টির উপরে তিনি সাংঘাতিক চটেছিলেন, প্রায় অপাঠ্যই মনে করেছেন ক্রিস্টি-কাহিনীগুলি। প্রবন্ধদুটি দু-কিস্তিতে রচিত নয়, তিন মাসের ব্যবধানে লেখা। প্রথমটি "Why do people read Detective Stories?" (October 14, 1944), দ্বিতীয়টি "Who cares who killed Roger Ackroyd?" (January 20, 1945). দুটি শিরোনামেই প্রশ্নবোধক চিহ্নের ব্যবহারটি লক্ষণীয়। সূত্র: http://www.crazyoik.co.uk/workshop/edmund_wilson_on_crime_fiction.htm

[5] প্রসঙ্গত, জুলিয়ান সাইমন্স বলেছেন যে: "Sherlock Holmes became a myth so potent that even in his own lifetime Doyle was almost swamped by it, and the myth is not less potent today. Criminal and emotional problems are still addressed to Holmes for solution, and pilgrimages are made to his rooms at 2218 Baker Street. দ্রষ্টব্য: Julian Symons, *Bloody Murder — From the Detective Story to the Crime Novel : A History* (London : Faber & Faber, 1972), পৃ. ৭৮

[6] সেই Obituary বা স্মরণিকাটির সূত্র: https://www.nytimes.com/1975/08/06/archives/hercule-poirot-is-dead-famed-belgian-detective-hercule-poirot-the.html

[7] কার্লো গিন্সবার্গ তাঁর অনন্য গবেষণা গ্রন্থ *The Cheese and the Worms* বইয়ের ইতালীয় সংস্করণে ইতরজনের সংস্কৃতির প্রতি উন্নাসিক ঐতিহাসিক গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। গিন্সবার্গের মূল বইটি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ও তার ইংরেজি তরজমা ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। দ্রষ্টব্য: Carlo Ginzburg, *The Cheese and the Worms : The Cosmos of a Sixteenth-Century Miller*, Translated by John and Anne C. Tedeschi (Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 2013 [1980]), ePub সংস্করণ

কলমের কালি, নানা রকমের সালসা, রবার স্ট্যাম্প, সুগন্ধী তেল, সাবান, ফুটবল। সেই জনপ্রিয়করণে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা ছিল প্রবল, সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই ছিল নানান চালু বা অভিনব বৈজ্ঞানিক লব্জ। তেমনই একটি পণ্য ছিল ডিটেকটিভ উপন্যাস বা গোয়েন্দা কাহিনী, যার বিজ্ঞাপনে ভরে থাকত ঔপনিবেশিক বাংলার বিভিন্ন গণজ্ঞাপন মাধ্যম।[৪]

প্রকৃতপক্ষে, নৃতত্ত্বের বিচারে 'গণ সংস্কৃতি' বলতে সমাজের লোকজ-দেশজ উপাদান-সঞ্জাত সাংস্কৃতিক উপকরণসমূহ বোঝায়, যেগুলি গণ বা লোকেরা নিজেদের আত্মপ্রকাশের গরজেই সৃষ্টি করে চলে। কিন্তু, গোয়েন্দা কাহিনী সেই অর্থে ঔপনিবেশিক বাংলায় দেশজ নয়। বরং, এক্ষেত্রে গোয়েন্দা আখ্যানগুলি এক মধ্যবর্তিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল, যার মাধ্যমে পাশ্চাত্য-প্রসূত ঔপনিবেশিক আধুনিকতা ও দেশজ নানান সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদানের সমন্বয় ঘটেছিল— কখনও তার বাহ্য যুক্তি ছিল আইনের শাসন, কখনও-বা সামাজিক ঐতিহ্য বা দেশীয়তা। উপরন্তু, গোয়েন্দা কাহিনীগুলির লেখক বা উৎপাদকের সংখ্যা ছিল সীমিত, কিন্তু ভোক্তা পাঠকের সংখ্যা ছিল বিপুল; কিন্তু সেই বিরাট পাঠককুল ঐ সাংস্কৃতিক উৎপাদনের পরোক্ষ গ্রাহক বৈ প্রত্যক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থায় যুক্ত ছিল না। সেই বিচারে গোয়েন্দা কাহিনীকে জনপ্রিয় গণভোগ্য সংস্কৃতি বলা হচ্ছে এই দিক থেকে যে, তা বহু সংখ্যক ভোক্তা কেনে ও উপভোগ করে।[৯]

ঘটনাচক্রে, উনিশ শতকী বাংলায় জনপ্রিয় সংস্কৃতির নানান অনুষঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু হলেও, বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর ইতিহাস সেভাবে চর্চিত হয়নি। বস্তুত, ইওরোপীয় আধুনিকতার ঔপনিবেশিক ছাঁচে-ঢালা দেশীয় সমাজের ইংরেজি শিক্ষিত অংশে 'জনপ্রিয় উপন্যাস'-এর প্রতি একটা উন্নাসিক মনোভাব বেশ প্রকট ছিল।[১০] তার একটা বড় কারণ ছিল সেগুলিতে রহস্য-রোমাঞ্চ-যৌনতা-বীভৎসতা প্রভৃতি নানান বিষয়বস্তুর একত্র সমাবেশ। সেই বিষয়গুলিই উন্নত বা অধঃপতিত রুচি এবং আভিজাত্য ও গণভোগ্যতার সাংস্কৃতিক উচ্চাবচতার চিহ্ন বলে গণ্য হত। সেই মনোভাবই পূর্ণচন্দ্র বসু কিংবা নলিনীকান্ত ভট্টশালীর লেখায় যেমন পাওয়া যায়, তেমনই গোয়েন্দা গল্পের বই মলাট দিয়ে পড়ার স্মৃতিও সেই একই সামাজিক মনোভঙ্গির প্রতিফলন। বস্তুত, ঔপনিবেশিক বাংলায় রুচিমানতার উচ্চাবচতার লক্ষণ হয়ে গিয়েছিল গোয়েন্দা কাহিনী সম্পর্কে আগ্রহ। গোয়েন্দা গল্পও যে 'সৎ' সাহিত্য সেটি প্রতিষ্ঠা করতে লেখক-প্রকাশকের রীতিমত ময়দানে নামতে হয়েছিল।

বস্তুত, সাহিত্যের মূল কাজ কী এবং পাঠকের উপরে তার নৈতিকতার প্রভাব কী হওয়া উচিত— এই নিয়ে ঐকমত্য হওয়া সম্ভব নয় বলেই, অনেক সমালোচক গোয়েন্দা কাহিনীকে 'অ-সৎ' সাহিত্য মনে করেছেন, কারণ সেখানে আদতে একই কাঠামোকে নাম-ধাম-ঘটনার পট বদলে পুনরাবৃত্তি করা হয়, যেমনটা যেকোনো জনপ্রিয় গণভোগ্য পণ্যের উৎপাদনের

---

[৪] উনিশ ও বিশ শতকে ঔপনিবেশিক বাংলায় পঞ্জিকাগুলি এই বিষয়ে বিচিত্র সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার লক্ষণবাহী হরেক পণ্য— সে ঘড়ি কিংবা ফাউন্টেন কলম হোক বা নানা রকমের বলবর্ধক ও পুরুষত্ববর্ধক ওষুধ, সুগন্ধী তেল, সাবান, ফুটবল, ডিটেকটিভ উপন্যাস বা গোয়েন্দা কাহিনী সবেরই বিজ্ঞাপন পঞ্জিকায় ভরে থাকত। দ্রষ্টব্য: অসিত পাল, আদি পঞ্জিকা দর্পণ (কলকাতা : সিগনেট প্রেস— আনন্দ, ২০১৮), পৃ. ৯৫-২৯১

[9] Bob Ashley (ed.), *The Study of Popular Fiction: A Sourcebook* (London : Pinter Publishers, 1989), পৃ. ২

[10] বস্তুত, 'জনপ্রিয় উপন্যাস' বা 'popular novel' অভিধার মধ্যেই একটি নেতিবাচক অনুষঙ্গ নিহিত আছে। যেন-বা সেগুলি প্রকৃত সমঝদার পাঠকের যোগ্য নয়, না-আছে সাহিত্য হিসাবে সেগুলির প্রসাদগুণ। সেই বিচারেই বাংলা ছোটগল্পের বিচার করতে গিয়ে নলিনীকান্তের উষ্মা গিয়ে পড়ে গোয়েন্দা কাহিনীর উপরে।

ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। ফলে, গোয়েন্দা কাহিনী পাঠককে আসলে কোনো বাস্তব বা দার্শনিক প্রশ্নের তথা সংকটের মুখে দাঁড় না-করিয়ে কতগুলি ছদ্ম ধাঁধা সমাধানের খেলায় মাতিয়ে রাখে।[11] প্রকৃতপক্ষে, পাঠযোগ্যতা ও রুচিমানতা তথা এই 'সৎ'-সাহিত্য বিতর্কটি আদতে চরিত্রের বিচারে রাজনৈতিক এবং তার মাধ্যমে শ্রেণি চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বস্তুত, বুর্জোয়া শ্রেণির আধিপত্যবাদী সমাজে সংস্কৃতির সঙ্গে সভ্যতার যে অনিবার্য সম্পর্ক নির্মাণ করা হয়, সেই নিরিখে 'অ-সভ্য' যা-কিছু সেগুলিকে সংস্কৃতির প্রান্তে স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু, পুঁজিবাদী বাজারের অমোঘ টানে গোয়েন্দা কাহিনীকে পুরোপুরি নস্যাৎ করাও সম্ভব ছিল না। ফলে, মলাটের আড়ালে গোয়েন্দা কাহিনী পড়া সেই গ্রহণ-বর্জনের সংঘাতের রূপক। বিশেষত, উনিশ শতকী বঙ্গে শিক্ষিত পাঠকের হার বিচার করলে ঐ মলাটের আড়ালের রূপকটির সামাজিক বৈশিষ্ট্য আরও প্রবল হয়ে ওঠে। বিংশ শতকের একেবারে গোড়ায় আদমশুমারির খতিয়ান দিয়ে মান্য এক পত্রিকায় লেখা হয়েছিল যে, 'খাস কলিকাতায়' লিখনপঠনক্ষম অর্থাৎ নিরক্ষর নয় এমন বঙ্গভাষীর সংখ্যা শতকরা হিসাবে ৩১.৬ জন।[12] এইবারে প্রশ্ন ওঠে যে, এই যদি শিক্ষিত বাঙালি সমাজের সংখ্যাগত অবস্থা হয়, তাহলে গোয়েন্দা গল্পের পাঠক ও সাহিত্যগুণসম্পন্ন উপন্যাসের পাঠককে কি আদৌ দা-কাটা বিভাজনে আলাদা করা যায়? জনসমক্ষে রুচির বড়াই করলেও, মলাটের আড়ালে বা বালিশের তলায় লুকিয়ে সেই রুচিমান পাঠক কী গোয়েন্দা কাহিনীও পড়তেন না?

এখন প্রশ্ন হল, জনপ্রিয় গণভোগ্য সাহিত্য-পণ্য কীভাবে সামাজিক ইতিহাসের প্রতিফলন হিসাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে? বস্তুত, জনপ্রিয় সাহিত্যের বিশ্লেষণ থেকে সামাজিক সংবেদের কাঠামো অনুধাবন করা যায়। একটি বিশেষ স্থানিক ও কালিক পরিসরে অনুভব ও অভিজ্ঞতারাজির প্রতিফলন ঘটে জনপ্রিয় সাহিত্যধারায়। ফলে, যে কাহিনী অনেক পাঠককে বুঁদ করে রাখে সেই কাহিনীতে অবশ্যই সেই সমাজ-মানসিকতার প্রতিফলন লক্ষণীয়। সেই কারণেও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে ঔপনিবেশিক সমাজের অলি-গলির হদিশ পাওয়ার জরুরি চাবিকাঠি হতে পারে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য।

শার্লক হোমসের মত অতিমানবিক গোয়েন্দা যে গণ-সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে গিয়েছে সেই কথাটা খেয়াল করিয়ে আন্তোনিও গ্রামশি লিখেছিলেন যে, জনগণের বৌদ্ধিক জগতে গল্পের গোয়েন্দারা এমনভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে যে পাঠক ভুলেই যায় যে সেগুলি কাল্পনিক চরিত্র, বাস্তবের মানুষ নয়।[13] হোমসের বাড়ির কাল্পনিক ঠিকানাকে সত্য আস্তানা ভেবে লোকে বিভিন্ন বাস্তব সমস্যায় সেই কল্প-চরিত্রের থেকে সমাধান প্রত্যাশা করে। অতএব, গ্রামশি প্রশ্ন করেন, গোয়েন্দা কাহিনীর এত পাঠকপ্রিয়তার কারণ কী? তার এমন গভীর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবই-বা কেন? গোয়েন্দা সাহিত্যের নান্দনিকতা নিয়ে গ্রামশি মোটেই ভাবিত নন। বরং, তাঁর মতে গোয়েন্দা কাহিনী কেবল একবার পাঠযোগ্য। তার মাধ্যমে পাঠক এক কল্পজগতে ধাঁধার নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে, বাস্তব জগতের সমস্যাগুলিকে ভুলে থাকতে চায়। গোয়েন্দা কাহিনী পাঠের আনন্দ

---

11 Christine Anne Evans, "On the Valuation of Detective fiction : A Study in the Ethics of Consolation", *Journal of Popular Culture*, 28:2, Fall, 1994, পৃ. ১৫৯

12 প্রবাসী, তৃতীয় ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩১০, পৃ. ২০০-২০৫

13 Antonio Gramsci, *Selections from the Cultural Writings*, Q. Hore & G. Nowell-Smith eds. & trans.(London : Lawrence and Wishart, 1985), পৃ ৩৫০

এক আত্মছলনাময় পলায়নী মনোবৃত্তি থেকে উদ্ভুত।[14] বস্তুত, হত্যাকারী কে?— তা একবার জেনে ফেললে সেই কাহিনীর আবেদন সেখানেই শেষ হয়ে যায়। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের এক সাহিত্যিক-সমাবেশে ম্যাক্সিম গোর্কি গোয়েন্দা সাহিত্যকে বুর্জোয়া সমাজের প্রতিফলন বলেই বিচার করেছিলেন। বস্তুত, তাঁর মতে, গোয়েন্দা কাহিনী বাস্তব-বিচ্যুত ও জীবনের সঙ্গে সংশ্রবহীন এক মেকি কাল্পনিকতার মোহ-আবেশ সৃষ্টি করে চলেছে।[15]

প্রসঙ্গত, উপন্যাস বর্গের সাহিত্য-ধারা নিয়েই রোলাঁ বার্ত-এর আলোচনা মনে পড়তে পারে। বুর্জোয়া-পুঁজিবাদী মতাদর্শ-সঞ্জাত 'নভেল' আদতে যে একরকমের 'মিথ' তৈরি করে তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বার্ত লিখেছেন:

> This is strictly how myths function, and the Novel— and within the Novel, the preterite— are mythological objects in which there is, superimposed upon an immediate intention, a second-order appeal to a corpus of dogmas, or better, to a pedagogy, since what is sought is to impart an essence in the guise of an artefact.[16]

বস্তুত, বার্তের মতে, উপন্যাস সমাজে উপভোগ করা হলেও, আদতে তা সেই সমাজবিচ্ছিন্ন— "(T)he Novel is… dissociated from the society which consumes it."[17] সেই বিচ্ছিন্নতার প্রকৌশল উপন্যাসের প্রথম পুরুষ (third person)-ভিত্তিক বয়ান। সেই প্রকৌশলের মাধ্যমেই 'মিথ' ও বাস্তবকে একীভূত করা হয়:

> The 'he' is a typical novelistic convention; like the narrative tense, it signifies and carries through the action of the novel; if the third peson is absent, the novel is powerless to come into being, and even wills its own destruction. The 'he' is a formal manifestation of the myth, and we have just seen that, in the West at least, there is no art which does not point to its own mask. The third person, like the preterite, therefore performs this service for the art of the novel, and supplies its consumers with the security born of a credible fabrication which is yet constantly held up as false.[18]

এখানে বার্ত আগাথা ক্রিস্টির বহুল (সম)আলোচিত উপন্যাস *The Murder of Roger Ackroyd* (১৯২৬)-এর প্রসঙ্গ টেনে দেখিয়েছেন যে, পাঠক যেহেতু সর্বনামের আড়ালেই অপরাধীকে খুঁজতে থাকে, তাই ক্রিস্টি সুচতুরভাবে উত্তম পুরুষের মুখোশে হত্যাকারীকে ঢেকে রেখেছিলেন। আর তাতেই ভেঙে গিয়েছিল যাবতীয় স্বস্তিপাঠের অভ্যাস।[19] অপরাধীকে চিনতে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় পাঠককে। আর তাই উন্নাসিক সমালোচক উইলসন ক্রিস্টির ঐ বিশেষ

---

[14] "One reads a book because of practical impulses, one rereads it for artistic reasons. The aesthetic emotion hardly ever comes on the first reading." দ্রষ্টব্য: তদেব, পৃ. ৩৭০

[15] গোর্কির মতে: "The bourgeoisie read about the dexterity of thieves and the cunning of murderers with the same relish as they read about the astuteness of detectives. Detective fiction is to this very day the favourite spiritual food of well-fed persons in Europe." ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে Soviet Writers' Congress উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ম্যাক্সিম গোর্কির সেই বক্তৃতার মুদ্রিত রূপের জন্য দ্রষ্টব্য: Maxim Gorky, 'Soviet Literature' (1934). সূত্র: https://www.marxists.org/archive/gorky-maxim/1934/soviet-literature.htm

[16] Roland Barthes, *Writing Degree Zero* (USA : Hill and Wang, 1970 [1953 in French as *Le Degré Zéro de L'Ecriture*]), পৃ. ৩৩-৩৪

[17] তদেব, পৃ. ৩৮

[18] তদেব, পৃ. ৩৫

[19] তদেব, পৃ. ৩৪-৩৫

উপন্যাসটিকেই আক্রমণের প্রধান চাঁদমারি করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, বার্তের মতে শুধু গোয়েন্দা কাহিনীই নয়, উপন্যাস বর্গটিই বাস্তবতার আবেশ নির্মাণকারী 'মিথ'।

প্রকৃতপক্ষে, গোয়েন্দা কাহিনীর সামাজিক আবেদনের মধ্যে যেমন গ্রামশি ও বার্ত-কথিত বাস্তবতার আবেশ আছে, তেমনই আদতে সেই কাহিনীগুলি কল্পিত জগতের ছায়া। ফলে, সেই কাহিনীগুলিকে বাস্তব ধরে নিয়ে তার নিরিখে সামাজিক প্রতিফলন বিচার করতে গেলে গবেষককে ধন্দে পড়তে হবে। গোয়েন্দা কাহিনীর মত সাংস্কৃতিক আঙ্গিককে যেমন সমকালীন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচার করা যায়, তেমনই এ-কথাটিও খেয়াল রাখতে হবে যে, সামাজিক বাস্তবতার জটিল আবর্তগুলি হুবহু সেই আখ্যানে ধরা পড়ে না। অপরাধ কিংবা হত্যা সেখানে কেবল এক ধাঁধার সূচনা মুহূর্তকে চিহ্নিত করে। তারপরে সমগ্র আখ্যান গোয়েন্দার জয়গাথায় পরিণত হয়ে বস্তুত আধুনিক রূপকথার চরিত্র ধারণ করে।[20] ফলে, সামাজিক মতাদর্শের নির্ণায়ক বলে না-দেখে ঔপনিবেশিক সমাজে শ্রেণি, বর্ণ, সম্প্রদায় ও লিঙ্গগত পরিচয়ের আন্তঃসম্পর্ক ও রাষ্ট্রীয় তথা প্রশাসনিকতার যুক্তির প্রসার-প্রকৌশল হিসাবে বিচার করা যায়। বস্তুত, গোয়েন্দা কাহিনীর মত জনপ্রিয় সাহিত্য আঙ্গিককে সমাজের অন্তর্গত উৎপাদন প্রক্রিয়ার নিরিখে বিচার করলে বোঝা যেতে পারে যে কীভাবে সামাজিক সম্পর্কের বুননে ঐ বর্গের কাহিনীগুলি প্রভাব বিস্তার করে। ঐ বর্গের সাহিত্য পাঠকের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশেষ কতগুলি ছাঁচে ফেলে দেয়, যার ফলে কোনো নির্দিষ্ট জাত কিংবা সম্প্রদায় হয়ে ওঠে 'অপরাধপ্রবণ' কিংবা 'রক্তলোলুপ'।

পাশাপাশি, ঔপনিবেশিক সমাজে যেসব অর্থনৈতিক সম্পর্কের ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রকরণসমূহের সঙ্গে যুক্তভাবে গোয়েন্দা কাহিনীর সামাজিকীকরণ ঘটে ও আখ্যানগুলি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সেই সূত্রগুলিও বিচার করা দরকার। উনিশ শতকীয় শিল্প বিপ্লবজাত সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ও বুর্জোয়া সমাজের উদ্ভব এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিস্তার গোয়েন্দা কাহিনীকেও ছড়িয়ে দিয়েছিল বিশ্বের নানান কোণে। তাই, পাশ্চাত্যের এক বিশেষ চিন্তন-শাসন ও আর্থ-সামাজিক কাঠামো কীভাবে দিকেদিগন্তরে ঔপনিবেশিক সমাজগুলিতে নানান প্রতর্কের জন্ম দিল তার একটা হদিশ পাওয়া যেতে পারে গোয়েন্দা কাহিনীগুলির বিশ্লেষণে। ঔপনিবেশিক সমাজে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মতাদর্শের পুষ্টিসাধন, বৈজ্ঞানিকতাসিদ্ধ যুক্তিবাদের বিকাশ, নাগরিকতার প্রসার এবং নজরদারির নানান ফিকির ও বিশেষত পুলিশি ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে গোয়েন্দা কাহিনীর সম্পর্ক অল্প-বিস্তর আলোচিত হয়েছে। তবে, অবশ্যই তার আরও অনেক গভীর ও সার্বিক বিশ্লেষণ দরকার।

তবে, বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মতাদর্শের সঙ্গে গোয়েন্দা কাহিনীর সম্পর্ককে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও বিচার করা যায়। অনেকেই বলেন যে, গোয়েন্দা আখ্যানের উৎস বিকাশমান নাগরিক পরিসরের আওতায় সামাজিক যাপনের নৈর্ব্যক্তিকীকরণ ও গণকরণ। সেখানে শহুরে ছাঁচে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হয় এবং সেই বিরাট নগরের আবর্তে বহু মানুষের ভিড়ে অপরাধী আত্মগোপন করে থাকতে পারে। হ্বাল্টার বেনিয়ামিনের চোখে উনিশ শতকী গোয়েন্দা সাহিত্য "বুর্জোয়া

---

[20] Colin Mercer, 'That's Entertainment: The Resilience of Popular Forms' in Bennett Tony ed., *Popular Culture and Social Relations* (Milton Keynes : Open University Press, 1986) পৃ. ১৮৩-১৮৪

বিশৃঙ্খলার" নমুনা।[21] বলা যায়, সেই অন্তর্নিহিত সুগভীর বিশৃঙ্খলাকে ঢেকে 'অপরাধ' আপাত বিশৃঙ্খলার সমাধান করে কল্প-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে পাঠককে আশ্বস্ত করেন গল্পের গোয়েন্দা। গ্রামশি-কথিত সাময়িক আনন্দের তলায় চাপা পড়ে থাকে গ্রামশি-কথিত মৌলিক সামাজিক-রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক সংকটগুলি অথবা বার্ত-কথিত প্রকৃত সামাজিক বাস্তবতা। সাধারণ চোখে ধরা-না-পড়া ক্লু বা সূত্র খুঁজে পেয়ে সেগুলিকে অবরোহী যুক্তির নৈর্ব্যক্তিক অমোঘতায় সাজিয়ে নিশ্চিত ভাবে অপরাধীকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে গোয়েন্দা পাঠকের মনে আপাত শান্তিকল্যাণের স্বস্তি জুগিয়ে চলে এবং ঔপনিবেশিক সমাজে নিত্যকার নানান বাস্তব অন্যায়ের উপরে যেন এক যুক্তির জাদুপর্দা টেনে দিয়ে বাস্তবতা অতিক্রম করে কাল্পনিক স্তরে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে। সেই ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় পাঠক অবচেতনে স্বস্তি পায়, বাস্তব যাপনের হরেক সমস্যা-উদ্বেগ তাৎক্ষণিকভাবে দূর হয় কাল্পনিক রহস্যের সমাধানে।

বস্তুত, আর্নেস্ট মেন্ডেল প্রমুখের বিশ্লেষণ মাথায় রেখে বলা যায় যে, গোয়েন্দা কাহিনী একদিকে বুর্জোয়া-পুঁজিবাদী সম্পত্তি-সম্পর্কের সাহিত্যিক প্রতিচ্ছবি, আবার উল্টোদিক থেকে সেই সমাজ-বাস্তবতায় উদ্ভূত সামাজিক বাস্তবতাকে বিচার করা ও তার সমাধান করার প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত হওয়া থেকে গণমনকে আপাত-সমাধানে মজিয়ে রাখার কাজও করে সেই কাহিনীগুলি।[22] সেই বিচারে, ঔপনিবেশিক শাসনের বিভিন্ন বর্গের ও গোত্রের শোষণ ও অন্যায়ের মৌলিক সমস্যাগুলি বিচার না-করে আপাত রহস্যের জটিল জাল ভেদ করে আপামর বাঙালি পাঠককে এক আধুনিক রূপকথার জগতে নিয়ে গিয়েছিল বাংলা গোয়েন্দা কাহিনী, যেখানে আখ্যানের শেষে দুয়োরানিকে উপরে কাঁটা নীচে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলার বদলে অপরাধীকে আইনের শাসন মোতাবেক শাস্তির জন্য কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয় ও তারপরে রাজা-রানি রাজকুমার-রাজকন্যা নিয়ে সুখে-শান্তিতে ঘরকন্না করার মতই গোয়েন্দা নতুন অপরাধীর সন্ধানে মগ্ন হয়।

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা-গবেষণার হালহকিকত

বস্তুত, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য নিয়ে এযাবৎ যেটুকু আলোচনা হয়েছে তাতে তার কালানুক্রমিক ধারাবাহিক ইতিহাস সেভাবে লেখা হয়নি। আবার তার পাশাপাশি এটাও স্বীকার্য যে, খাপছাড়া ভাবে হলেও, সেই সমস্ত লেখাপত্র থেকে বাংলা গোয়েন্দা গল্পের ক্রমবিকাশের একটা আপাত আঁচ-আন্দাজ পাওয়া যায়। তবে, ইংরেজি ও অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষায় লেখা গোয়েন্দা কাহিনী নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সুগভীর ঐতিহাসিক-দার্শনিক ও তাত্ত্বিক আলোচনা পাওয়া যায়।[23] চীন,

---

21 "This character of the bourgeois apartment, tremulously awaiting the nameless murderer like a lascivious old lady her gallant, has been penetrated by a number of authors who, as writers of "detective stories"— and perhaps also because in their works part of the bourgeois pandemonium is exhibited-have been denied the reputation they deserve." দ্রষ্টব্য: Walter Benjamin, *One Way Street and Other Writings*, Trans. Edmund Jephcott & Kingsley Shorter (London : New Left Books, 1979), পৃ. ৪৮-৪৯

22 Ernest Mandel, *Delightful Murder : A social history of the crime story* (Minneapolis : University of Minnesota Press, 1984 Reprint)

23 সেই আলোচনার পরিসর ক্রমে বিস্তৃততর হচ্ছে। ফলে তার গ্রন্থপঞ্জীর হদিশ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তবে, কেউ কেউ তাঁদের বইতে সুদীর্ঘ গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করেছেন। তেমনই একটি বই: Stephen Knight, *Crime fiction, 1800–2000 : Detection, Death, Diversity* (New York : Palgrave Macmillan, 2004)

জাপান, কিউবা, মেহিকোর মত বিভিন্ন দেশীয় সমাজে গোয়েন্দা সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাস নিয়ে যেমন গবেষণা হয়ে চলেছে।[24] কিন্তু, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য নিয়ে এখনও সেইভাবে তাত্ত্বিক পরিসরে ধারাবাহিক গবেষণা-আলোচনার বিস্তৃত পরিসর তৈরি হয়নি।[25] অথচ, ইংরেজি ও ফরাসি গোয়েন্দা সাহিত্যের আদলে ঔপনিবেশিক বাংলায় উনিশ শতকের শেষ পর্যায়েই গোয়েন্দা আখ্যান রচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাংলায় যে 'সাহিত্যের ইতিহাস' গোত্রের লেখাপত্র চালু আছে, তাতেও গোয়েন্দা কাহিনীকে অল্প জায়গা দেওয়া হয়েছে। গোয়েন্দা সাহিত্যেরও যে একটা ইতিহাস থাকতে পারে আর সেই ইতিহাসও যে চর্চাযোগ্য সেই কথা ভেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা সুকুমার সেন একটি বই লিখেছিলেন। বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর ঠিকুজি-কুষ্ঠীর হদিশ পেতে হলে সেই বইয়ের কথা বিস্তারে বলতে হবে।

উনিশ শো আশির দশকের গোড়ায় কয়েকজন "ডিটেকটিভ গল্পখোর" মিলে আড্ডা জমিয়েছিলেন 'হোমসিয়ানা' নামে। সেই আড্ডার অনুপ্রেরণায় ক্রমে সুকুমার সেন লিখে ফেলেছিলেন বাংলা "গোয়েন্দা কাহিনীর একটি ধারাবাহিক ইতিহাস"। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে বই হয়ে বেরোয় ওঁর লেখা ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি। সেই বইয়ে অবিভক্ত বাংলায় বাংলা ভাষায় লেখা হরেক কিসিমের "ক্রাইম কাহিনী বা গোয়েন্দা কাহিনী"-র কুলুজি নির্মাণ করলেন সুকুমার সেন। তার আগে অবশ্য পাশ্চাত্যের গোয়েন্দা কাহিনীর বিবর্তনের রূপরেখা হাজির করলেন। পরে তার সঙ্গে তুলনা টানলেন বাংলা গোয়েন্দা গল্পের। সেই আলোচনা শেষ হলো বিশ শতকের ষাটের দশকে এসে। সুকুমার সেন কৈফিয়ত দিলেন: "ইতিহাসের দৃষ্টি দূরবীনের মতো, খুব কাছে খোলে না।"[26] কিন্তু, মুশকিল হল সুকুমার সেনের ইতিহাসদর্শনে বর্ণনার তুলনায় বিশ্লেষণের গুরুত্ব কিছু কম। অন্তত আলোচ্য বইটি বিচার করলে মনে হয়, বাংলা গোয়েন্দা গল্পের আরও গভীরতর বিশ্লেষণ সম্ভব। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, সুকুমার সেন তাঁর বইটি কোনো ঠাসবুনোট গবেষণা হিসাবে লেখেননি, তেমন ইচ্ছাও তাঁর ছিল বলে ব্যক্ত করেননি। "সমধর্মা পাঠকের" গোয়েন্দা কাহিনি পড়ার "অহেতুক আনন্দ" ভাগ করে নেওয়ার তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। ফলে মূলত আত্মস্মৃতিনির্ভর রচনার ফলে বইটিতে বেশকিছু তথ্য নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে এবং অল্প কিছু অসঙ্গতিও আছে।

---

[24] এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে গোয়েন্দা কাহিনীর প্রসার সম্পর্কে গবেষণার জন্য দ্রষ্টব্য: Persephone Braham, *Crimes against the State Crimes against Persons : Detective Fiction in Cuba and Mexico* (Minneapolis, London : University of Minnesota Press, 2004); Stephen Wilkinson, *Detective Fiction in Cuban Society and Culture* (Bern : Peter Lang, 2006); Sari Kawana, *Murder Most Modern : Detective Fiction and Japanese Culture* (Minneapolis & London : University of Minnesota Press, 2008); Mark Silver, *Purloined letters : Cultural borrowing and Japanese crime literature, 1868–1937* (Honolulu : University of Hawai'i Press, 2008); Satoru Saito, *Detective Fiction and the Rise of the Japanese Novel, 1880–1930* (Cambridge, Massachusetts & London : Harvard University Press, 2012); Yan Wei, *Detecting Chinese Modernities : Rupture and Continuity in Modern Chinese Detective Fiction, 1896–1949* (Leiden & Boston : Brill, 2020).

[25] প্রসঙ্গত বাংলা গোয়েন্দা গল্পের বিভিন্ন প্রসঙ্গের ভিত্তিতে লেখা কয়েকটি অপ্রকাশিত গবেষণাপত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে: অনামিকা দাস, ব্যোমকেশের জীবনী (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত পিএইচডি গবেষণার অপ্রকাশিত সন্দর্ভ, ২০১৪), বসুন্ধরা মণ্ডল, বাংলা সাহিত্যে মেয়ে গোয়েন্দা : একটি পর্যালোচনা (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত পিএইচডি গবেষণার অপ্রকাশিত সন্দর্ভ, ২০২৩) প্রভৃতি। প্রসঙ্গত, বাংলা গোয়েন্দা কাহিনী ও তার সঙ্গে ইংরেজি গোয়েন্দা কাহিনীর তুলনা করে আরও কয়েকটি প্রকাশিত গবেষণা ও প্রবন্ধ সংকলনের হদিশ পাওয়া যায়। যেমন, পিনাকী রায়ের প্রকাশিত পিএইচডি গবেষণা সন্দর্ভ *The Manichean Investigators: A Postcolonial and Cultural Rereading of the Sherlock Holmes and Byomkesh Bakshi Stories* (New Delhi : Sarup & Sons, 2008); বিশ্বজিৎ কর্মকার, গোয়েন্দা সাহিত্যে অপরাধ মনস্তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (নদীয়া : লহর পাবলিকেশন হাউস, ২০১৫); দেবায়ন দেব বর্মণ সম্পাদিত *Critical Essays on English and Bengali Detective Fiction* (Lexington Books : Lanham, 2022). শেষোক্ত বইটিতে ইংরেজি ও বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য ও সিনেমার বিভিন্ন প্রসঙ্গে কুড়িটি আলাদা আলাদা প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে।

[26] সুকুমার সেন, 'কৈফিয়ৎ', প্রাগুক্ত, পৃ. অনির্দেশিত

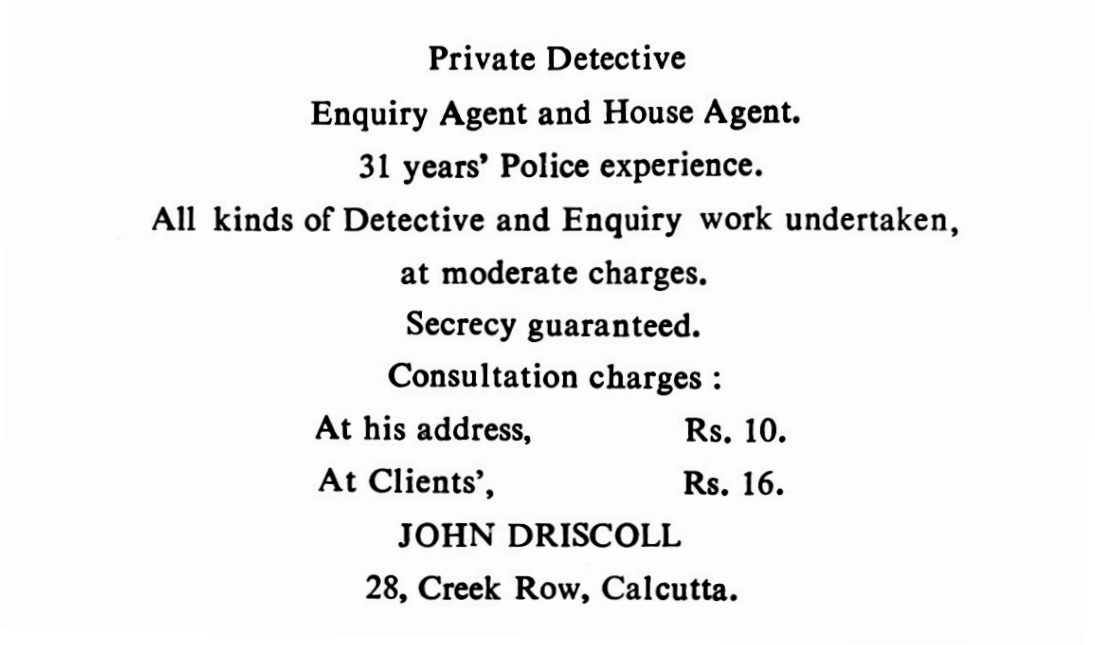

সুকুমার সেন-এর বইয়ের ধারায় ২০১৩ সালে সাহিত্যের গোয়েন্দা নামে একটি বই লেখেন প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত। সেই আলোচনায় বিংশ শতকের দেশবিদেশের বিভিন্ন গোয়েন্দা কাহিনী ও সেই সম্পর্কি অল্প-বিস্তর আলোচনা আছে। কিন্তু, সেখানে সুগভীর তাত্ত্বিক আলোচনার অভাব স্পষ্ট এবং লেখকের অভীষ্টও সম্ভবত তা ছিল না।[27] এই দুইটি বইয়ের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি সাহিত্যপত্রিকা নানা সময়ে বিশেষ গোয়েন্দা সংখ্যা প্রকাশ করেছে। সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিভাব পত্রিকার বিশেষ গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা। শার্লক হোমসের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ধরণী ঘোষ ও সিদ্ধার্থ ঘোষের যুগ্ম-সম্পাদনায় ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ঐ পত্রিকা-সংখ্যায় বেশ কয়েকটি আলোচনামূলক প্রবন্ধ ও পুরোনো-নতুন মিলিয়ে কয়েকটি কাহিনী মুদ্রিত হয়। সম্পাদকদ্বয় শুরুই করেছিলেন এই বলে যে:

> গোয়েন্দা গল্প পড়ার যোগ্য কি না এ প্রশ্ন আমাদের কাছে অবান্তর, কিছুটা অপমানজনকও বটে। এদেশের এবং বিদেশের বহু মনীষী এ-রসে মশগুল এ তথ্য জানানো বাহুল্যমাত্র। জগৎ বিখ্যাত মার্কসবাদী নাট্যকার বের্টোল্ট ব্রেশট্ সাহিত্যের শুধু এই শাখাটিকে বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় মনে করতেন। আরও একজন স্বনামধন্য মার্কসীয় দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামস্চি নির্জন কারাকক্ষে বসে শার্লক হোমসের উৎপত্তি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। গ্রামস্চির মতে হোমসের চেয়ে চেস্টারটনের গোয়েন্দা, ক্যাথলিক ধর্মযাজক ব্রাউন অনেক বেশি আকর্ষণীয়, কথাটা ভাববার মতো।[28]

আবার প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের দারোগার দপ্তর প্রকাশের কালে কলকাতায় যে বাস্তবেই বেসরকারি প্রাইভেট গোয়েন্দা ছিল, সেই কথাটাও তাঁরা জানিয়েছেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১ অগাস্ট *The Statesman*-এ প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে দেখা যায়:[29] বিভাব-এর ধাঁচে ১৪২০ বঙ্গাব্দে কোরক পত্রিকাও বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য-কেন্দ্রিক একটি সংখ্যা প্রকাশ করেছিল। সেখানে সম্পাদক ঘোষণা করেছিলেন: "বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য জনপ্রিয় হলেও আজও প্রথম শ্রেণীর পদবাচ্য নয়। এখনও এরকম

---

[27] প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত, সাহিত্যের গোয়েন্দা (কলকাতা : পরশপাথর, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ)

[28] 'সম্পাদকীয়', বিভাব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

[29] তদেব, পৃ. ৯

ভাবা হয় যে, তার সাহিত্যমূল্য যথেষ্ট কম। অথচ গোয়েন্দা সাহিত্য তো বাস্তবেরই প্রতিফলন। সমাজের মধ্যে মিশে থাকা অপরাধ, প্রতিশোধস্পৃহা ও লালসার বিবিধ চালচিত্র ফুটে ওঠে এইসব কাহিনিতে"।[30]

এই ধরনের বইপত্র কিংবা পত্রিকা সংকলনে বিদ্যায়তনিক আলোচনার পরিসর বিশেষ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে বিদ্যায়তনিক গবেষণা খুবই কম। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি গবেষণা গ্রন্থের কথা বিশেষভাবে বলা যেতে পারে।[31] ঔপনিবেশিক বাংলায় পুলিশি ব্যবস্থা বিষয়ে রঞ্জন চক্রবর্তীর *Authority and Violence in Colonial Bengal : 1800-1860* (Calcutta: Bookland Private Limited, 1997), বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়ের *Crime and Control in Early Colonial Bengal : 1770-1860* (Calcutta : K P Bagchi & Co., 2000) এবং মৃণালকুমার বসু-লিখিত দারোগার দরবার : উনিশশতকীয় বাংলার পুলিশ ব্যবস্থার দর্পণে (কলকাতা : এবং মুশায়েরা, ২০০৮) বই তিনটি উল্লেখ্য। প্রথম দুটি বইয়ের মূল উপজীব্য ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় নজরদারির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও পুলিশ ব্যবস্থার সূচনা। তবে, বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় তাঁর বইয়ের অষ্টম অধ্যায় "'Police and the People' : The Literary Stereotypes of the Darogha" শীর্ষক আলোচনায় ঔপনিবেশিক দারোগা তথা বিভিন্ন স্তরের পুলিশ কর্মচারী সম্পর্কিত নানান গোত্রের আলোচনা ও বাংলায় লেখা প্রহসনের, স্মৃতিকথা, কাহিনীর মাধ্যমে দারোগা ব্যবস্থার সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের সম্পর্কের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু জরুরি বিশ্লেষণ হাজির করেছেন।[32] দারোগার দরবার বইটিতে ঔপনিবেশিক আমলে বাংলায় পুলিশি বন্দোবস্তের খতিয়ান আলোচিত হয়েছে। তার সঙ্গে একেবারেই 'কেস স্টাডি'র মত দুটি প্রসঙ্গ ধরে লেখক ঔপনিবেশিক প্রশাসনিকতার পরিসরটি জরিপ করেছেন। শেষে বাঁকাউল্লা-সংক্রান্ত বিতর্কেও ঢুকেছেন।[33]

অপরদিকে, ঔপনিবেশিক বাংলার ভৌগোলিক চৌহদ্দি ছাড়িয়ে আরেকটু বৃহত্তর পরিসরে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে 'অপরাধ' ও 'শাস্তি'র পরিসর, 'অপরাধী' নির্মাণ প্রকল্প এবং নজরদারি ও নির্যাতনের নানান প্রাতিষ্ঠানিক অবয়ব রচনা সংক্রান্ত জরুরি আলোচনার পাওয়া যায় Anand A. Yang সম্পাদিত *Crime and Criminality in British India* (Arizona : The University of Arizona Press, 1985), David Arnold-এর গবেষণা গ্রন্থ *Police Power and Colonial Rule : Madras 1859-1947* (Delhi : OUP, 1986), Yumna Siddiqi-লিখিত *Anxieties of Empire and the Fiction of Intrigue* (New York : Columbia University Press, 2008) প্রভৃতি বইতে। প্রসঙ্গত, Upamanyu Pablo Mukherjee-র *Crime and Empire : The Colony in Nineteenth-Century Fictions of Crime* (New York : OUP, 2003) এবং David Arnold-এর আরেকটি বই *Toxic Histories : Poison and Pollution in Modern India* (United Kingdom : CUP, 2016) উল্লেখ্য।

---

30 'সম্পাদকের নিবেদন', কোরক, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সংখ্যা, প্রাক্-শারদ, ১৪২০, পৃ. অনির্দেশিত

31 এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য: Uponita Mukherjee, *Colonial Detection: Crime, Evidence, and Inquiry in British India, 1790-1910* (Unpublished PhD thesis in Columbia University, 2022)

32 Basudeb Chattopadhyay, *Crime and Control in Early Colonial Bengal : 1770-1860* (Calcutta : K P Bagchi & Co., 2000), পৃ. ১৬৩-১৮৩

33 মৃণালকুমার বসু, দারোগার দরবার : উনিশশতকীয় বাংলার পুলিশ ব্যবস্থার দর্পণে (কলকাতা : এবং মুশায়েরা, ২০০৮)

সম্প্রতি অরিন্দম দাশগুপ্তর সম্পাদনায় পুরোনো গোয়েন্দা কাহিনীর কয়েকটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।[34] সেই সংকলনগুলির মুখবন্ধের সীমিত পরিসরে বাংলা গোয়েন্দা গল্পের ইতিহাস বিষয়ে জরুরি কতগুলি প্রসঙ্গ কেবল ছুঁয়ে যেতে পেরেছেন সম্পাদক। তবে, সেই স্বল্প পরিসরেও উনিশ শতকের শেষ পর্ব থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের বিবর্তন ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাজার-বিজ্ঞাপন-অনুবাদ ও বৃহত্তর সামাজিক-নৈতিক বিতর্ক সংক্রান্ত আলোচনার জরুরি হদিশ পাওয়া যায়। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের একেবারে আদি পর্বে লিঙ্গ-বৈষম্য ও তার সঙ্গে জড়িত আর্থ-সামাজিক ক্ষমতার রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা শম্পা রায়ের গবেষণার উপজীব্য। সেই বইতে প্রধানত প্রিয়নাথ মুখাপাধ্যায়ের দারোগার দপ্তরকেই মূল আলোচ্য বিষয় ধরে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের মধ্যে ফুটে ওঠা লিঙ্গ প্রসঙ্গ ও অপরাধিত্বের ধারণার সম্পর্ক চর্চা করা হয়েছে।[35]

এই আলোচনার শুরুতে সুকুমার সেনের গুরুত্বপূর্ণ বইটির কথা যেমন এসেছে, তেমনই ঔপনিবেশিক বাংলার গণ-সংস্কৃতি তথা 'ইতর'জন সম্পর্কিত আলোচনায় সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৌলিক অবদানের কথা বলা দরকার। শহর কলকাতাকে কেন্দ্র করে 'অপরাধ', 'অপরাধী', 'শাস্তি', 'বিচার', 'শাসন' প্রভৃতি বিভিন্ন ধারণার একটি আলোচনা সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় করেছিলেন ওঁর *Crime and Urbanization : Calcutta in the Nineteenth Century* (New Delhi : Tulika Books, 2006) বইতে। পরে সেই বইয়ের পরিবর্ধিত রূপ *The Wicked City : Crime and Punishment in Colonial Calcutta* প্রকাশ পায়। সেখানে শহরের 'শৃঙ্খলা' বজায় রাখতে পুলিশি ব্যবস্থার প্রবর্তন ও তার হাত ধরে বাঙালি সরকারি গোয়েন্দার আবির্ভাবের প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে সুমন্তবাবু আলোচনা করেছিলেন।[36] একইভাবে বিভিন্ন সময়ে বাংলায় লিখিত ওঁর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান বইটির কথাও উল্লেখ্য।[37] বইটিতে উনিশ শতকের কলকাকার সমাজে 'অপরাধ', 'অপরাধী', 'আইন-শাসন' প্রভৃতি প্রসঙ্গ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থান ও দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই বিশ্লেষণের মূল স্থানিক ধরতাই ঔপনিবেশিক শাসনের রাজধানী কলকাতা। বস্তুত, গোয়েন্দা গল্পের মাধ্যমে শহর কলকাতার ক্রমবিবর্তনের যে একটা হদিশ মিলতে পারে, সেটা সুকুমার সেনও খেয়াল করেছিলেন।[38]

---

34 অরিন্দম দাশগুপ্ত-কর্তৃক সম্পাদিত ও আনন্দ পাবলিশার্সের (কলকাতা) তরফে প্রকাশিত সেই সংকলনগুলি যথাক্রমে সেকালের গোয়েন্দা কাহিনি ১ (২০১৬) ,২ (২০১৭),৩ (২০২১), সেকালের গোয়েন্দা কাহিনি— বামাগণ বিরচিত ৪ (২০২৪) এবং সেকালের গোয়েন্দা গল্প (২০১৯)

35 Shampa Roy, *Gender and Criminality in Bangla Crime Narratives : Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries* (United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2017). পরবর্তীকালে তিনি ঔপনিবেশিক বাংলার কয়েকটি অপরাধ-আখ্যানের ইংরেজি অনুবাদ ও টীকা-ভাষ্য একটি দীর্ঘ ভূমিকাসহ প্রকাশ করেছেন: Shampa Roy, *True Crime Writings in Colonial India : Offending Bodies and Darogas in Nineteenth-Century Bengal* (London & New York : Routledge, 2021). কিন্তু, প্রিয়নাথ কিংবা বাঁকাউল্লাদের বর্ণিত আখ্যানগুলিকে কোন যুক্তিতে তিনি 'True Crime Writings' বলে সাব্যস্ত করলেন তা বোঝা যায় না। যেখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রিয়নাথ প্রমুখ অনেক সময়েই ইংরেজি গল্পের বঙ্গীকরণ করছেন, সেখানে সেগুলিরে 'সত্য' আখ্যান বলে মেনে নেওয়া কি সম্ভব?

36 Sumanta Banerjee, *The Wicked City : Crime and Punishment in Colonial Calcutta* (New Delhi : Orient Blackswan, 2009). "Rise and Growth of the Police" ও "Subalterns of the Calcutta Police" প্রবন্ধদুটি প্রধানত দ্রষ্টব্য।

37 সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান (কলকাতা : অনুষ্টুপ, ২০১৩ [২০০৮])

38 আষাঢ়, ১৩১৩ বঙ্গাব্দে দারোগার দপ্তর ১৫৯তম সংখ্যায় প্রকাশিত দীর্ঘকেশী গল্পটির আলোচনা প্রসঙ্গে সুকুমার সেন মন্তব্য করছেন: "কাহিনীটিতে খাঁটি কলকাত্তাই ছাপ আছে। গল্পটি গোয়েন্দা কাহিনী হিসাবে যেমন, কলকাতার টোপোগ্রাফির দিক দিয়েও তেমনি চিত্তাকর্ষক।"— দ্রষ্টব্য: সুকুমার সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

শেষত, পরিমল ঘোষের একটি প্রবন্ধের কথা বলা দরকার। "From Byomkesh to Feluda : The Strange Life of the Bengali Detective" শিরোনামের উক্ত প্রবন্ধে তিনি প্রাক্-ব্যোমকেশ পর্বের তদন্ত কাহিনীর সামাজিক পরিসর ও পরবর্তীকালে ব্যোমকেশ বক্সী ও প্রদোষচন্দ্র মিত্র ওরফে ফেলুদার সামাজিক পরিসরগুলি বিশ্লেষণ করে 'ভদ্রলোক' বর্গের সঙ্গে গোয়েন্দা গল্পের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে, সার্বিকভাবেই 'ভদ্রলোক' বর্গের পিছু হঠে যাওয়ার ফলেই ক্রমে গোয়েন্দা গল্পের স্থান সংকুচিত হয়ে গিয়েছে। শিক্ষিত, ভদ্র গোয়েন্দা তার রহস্যভেদী জাদু দেখানোর সুযোগ বাস্তবত হারিয়ে ফেলেছে।[39]

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য সম্পর্কিত গবেষণার তত্ত্বভিত্তি

প্রকৃতপক্ষে, ঔপনিবেশিক বাংলায় গোয়েন্দা কাহিনী রচনার ভিত্তি কীভাবে তৈরি হয়েছিল সেই সবিস্তার আলোচনা ও বিশ্লেষণ উপরিউক্ত বই বা প্রবন্ধগুলির উপজীব্য নয়। কোনও কোনও আলোচনায় কেবল রূপরেখার হদিশ আছে, কখনও একটি-দুটি নির্দিষ্ট বিষয়ে নজরনিবদ্ধ করেছেন কেউ কেউ। ফলে, বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর প্রাথমিক পর্বের সমাজেতিহাসের সুলুক-সন্ধান এখনও বিস্তৃততর গবেষণার বিষয়। সেই সম্ভাবনা থেকেই বর্তমান গবেষণার উদ্ভব।

এখানে শুরুতেই স্পষ্ট করা দরকার যে, বাংলার শিক্ষিত সমাজে গোয়েন্দা সাহিত্য বহুদিন 'মান্য' সাহিত্যের জাতে না-উঠতে পারার ফলে তার কোনও পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি হয়নি। তাছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বইয়ের তালিকায় উল্লেখ থাকলেও বস্তুত অনেক সময়েই মূল বইটি খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় না। কখনও আবার বইগুলি ব্যবহার বাহুল্যে জীর্ণ বা খণ্ডিত। ফলে, ঐতিহাসিক গবেষণার অন্যতম প্রধান শর্ত যে নথি মিলিয়ে দেখা তার সুযোগ সবক্ষেত্রে নেই। সেই অভাব পূরণের জন্য ডিজিটাল মাধ্যমে প্রাপ্ত সংস্করণগুলি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু, তাতেও একই বইয়ের বিভিন্ন সংস্করণ মিলিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা মুশকিল। ফলে, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে যে-কোনও আলোচনাই অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। উপরন্তু, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-বৌদ্ধিক ইতিহাস ও বিভিন্ন তাত্ত্বিক পরিসর থেকে তার বিশ্লেষণের সমূহ অভাব আছে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও পাথুরে প্রমাণের অভাব একটা মৌলিক সমস্যা।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে, যতদিন-না সমস্ত তথ্যের অভাব পূরণ হয় বা পাথুরে প্রমাণ হাতে আসে অর্থাৎ এই বিষয়ে যথাযথ মহাফেজখানা বা আর্কাইভ তৈরি করা যায়, ততদিন কী এই বিষয়ে গবেষণা সম্ভব নয়? বস্তুত, বর্তমান গবেষণার পিছনে সেই ভাবনাও কাজ করেছে। যেটুকু লেখাপত্র আপাতত ব্যবহার করা যায় তার থেকেই বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের ঔপনিবেশিক প্রাগিতিহাস অর্থাৎ একেবারে আদিপর্যায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক-অর্থনীতিগত পরিসরগুলি বিশ্লেষণ করা যায়। সেই বিচারে বলা যেতে পারে, এই গবেষণা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর আদিপর্বে নিহিত ঔপনিবেশিকতার লক্ষণ-চিহ্নগুলি বিচার করে মাতৃরাষ্ট্র ও উপনিবেশের মধ্যে আদর্শনৈতিক-তাত্ত্বিক-বৌদ্ধিক ও

---

39 Parimal Ghosh, "From Byomkesh to Feluda : The Strange Life of the Bengali Detective", *What Happened to the Bhadralok* (New Delhi: Primus Books, 2016), পৃ. অনির্দেশিত (pdf version)

ব্যবহারিক বিনিময়ের হরেক প্রসঙ্গগুলির মধ্যে নিহিত একটা সমাজেতিহাসের কাঠামো দাঁড় করানো। সালতামামির অসম্পূর্ণতা মাথায় রেখেও, প্রাপ্ত লেখাগুলির একটা কাঠামোগত বিশ্লেষণ (structural analysis) থেকে তার মনোভঙ্গির হদিশ করা সম্ভব।

খেয়াল করা দরকার যে, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য একদিকে ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন-কাঠামো ও অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ-বিস্তার-প্রকাশের বিভিন্ন মুহূর্ত ও প্রক্রিয়ার সহগামী। ফলে, স্বাভাবিক ভাবেই সমকালীন বাস্তব পরিস্থিতি গোয়েন্দা সাহিত্যের মধ্যে ছাপ ফেলেছে। ফাঁড়ি দারোগা বাঁকাউল্লা কিংবা পুলিশি গোয়েন্দা প্রিয়নাথ থেকে দেবেন্দ্রবিজয় মিত্র হয়ে ক্রমে বেসরকারি ডিটেকটিভ তথা সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী দেখা দিয়েছে। পুলিশের কাজে দেবেন্দ্রবিজয়রা মাইনে পেলেও, ক্রমে জনপ্রিয় হতে থাকা জয়ন্ত-হেমন্ত-ব্যোমকেশের মতো বেসরকারি গোয়েন্দারা কখনও পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার-পোষিত, কখনও মক্কেলের দক্ষিণা-পুষ্ট, কখনও-বা 'অপরাধী' ধরে দেওয়া বাবদ সরকার-তরফে ঘোষিত ইনামভোগী। কায়িক শ্রম নয়, বৌদ্ধিক বৃত্তির অহং সেখানে স্পষ্ট। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সেই হাতছানিই হয়ত গোয়েন্দা কাহিনির জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি দে (১৮৭৩-১৯৪৫), দীনেন্দ্রকুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩) প্রমুখের পাঠকবর্গ সামাজিক ও আর্থিক অবস্থানের নিরিখে মূলত নগর ও মফস্বলবাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি শ্রেণি, যার সিংহভাগ হিন্দু। সেই পাঠককুল একই সঙ্গে রহস্য-রোমাঞ্চের বই পড়েছে, আবার স্বদেশি রাজনীতির আদর্শে মোহিত হয়েছে। গোয়েন্দা কাহিনীতে আইনের শাসনের জয়গানে শামিল হওয়ার সমান্তরালে কীভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতায় সেই পাঠক সামিল হত, তা বিশেষ করে ভাববার বিষয়।

ঔপনিবেশিক শাসক দেশীয় প্রজাদের 'হীন' প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে নিজেদের শাসন বলবৎ করার যুক্তি তুলে ধরত। সেই যুক্তির একটি রূপ ছিল বাঙালিদের 'মেয়েলি' বলে প্রমাণ করা। তথাকথিত যোদ্ধৃ জাতির ('Martial Race') উল্টোদিকে কায়িক সামর্থ্যহীন নুব্জ বাঙালির সেই ছাঁচ স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষিত স্বদেশচেতনায় দীক্ষিত বাঙালি অস্বীকার করেছে, ভাঙতে চেয়েছে।[40] 'বাহুবল' বিচারে বাঙালি যে একদিন কারো থেকে কম ছিল না, বরং ঔপনিবেশিক শাসনেই সেই বাহুবল খর্ব হয়েছে— সেই কথাটা নানাভাবে ফিরে ফিরে এসেছে উনিশ শতকী জাতীয়তাবাদী চেতনার হাত ধরে। সেই পর্যায়ে সবথেকে বেশি আত্মসমালোচনায় মুখর হয়েছিল শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি। ঔপনিবেশিক সরকারে অধীনে চাকরি করে নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করায় কোনো গৌরব ছিল না। তাছাড়া চাকরির সুযোগও ক্রমে কমে আসছিল। বিংশ শতকের গোড়ায় মান্য পত্রিকায় হিসাব দিয়ে দেখানো হয়েছিল যে, "লেখাপড়াজানা হিন্দুরা অতিরিক্ত মাত্রায় ওকালতী, মাষ্টারী প্রভৃতি ব্যবসা অবলম্বন করে, এইরূপ যে একটা ধারণা আছে, তাহা ভুল।"[41] ঔপনিবেশিক শাসক বর্ণবিদ্বেষী ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশীয়দের জীবন-জীবিকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে চলেছে সেই কথাটিই স্পষ্ট হয়ে যায়।

---

[40] এই বিষয়ে অনবদ্য বিশ্লেষণের জন্য দুটি বই দেখা দরকার : Mrinalini Sinha, *Colonial masculinity : The 'Manly Englishman' and the 'Effeminate Bengali' in the Late Nineteenth Century* (Manchester : Manchester University Press, 1995) এবং Indira Chowdhury, *The Frail Hero and Virile History : Gender and t1e Politics of Culture in Colonial Bengal* (Delhi : OUP, 1998).

[41] প্রবাসী, তৃতীয় ভাগ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০-২০৫

একদিকে চাকরির সুযোগ নেই, অন্যদিকে পূর্বপ্রচলিত বংশজ পেশাগুলি ঔপনিবেশিকতার ধাক্কায় ঠাঁই নাড়া হয়ে গেছে। ইংরেজি শিখলে তো কথাই নেই, এমনকী স্বল্প শিক্ষিতদের মধ্যেও পুরানো পেশার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে গিয়েছিল: "কলিকাতার সেন্সস্ হইতে … জানা যায়, যে উচ্চজাতির হিন্দুরা খুব বেশী পরিমাণে তাহাদের জাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা তত পরিমাণে পূর্ব্বপুরুষের ব্যবসা ত্যাগ করে নাই।"[42] চাকরি তথা জীবিকার সেই দোলাচল ও সংকটে জাতীয়তাবাদ যে বাহুবল পুনরুদ্ধারের প্রকল্প হাজির করেছিল, তারই সঙ্গে সাযুজ্য পাওয়া যায় রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা কাহিনীগুলিতে।

বাহুবলের উপরেও যে বুদ্ধি বা মেধা আরও বড় শক্তি সেই আত্মস্বীকৃতির মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী হিন্দু শিক্ষিত বাঙালি শ্রেণির প্রতিনিধি গোয়েন্দা নিজের স্বকপোলকল্পিত 'স্বদেশ'সাধনায় ব্রতী হয়েছিল। গায়ের জোরে কারো সঙ্গে এঁটে উঠতে পারা যাক বা নাই-যাক, আর্থ-রাজনৈতিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা বাঙালির গর্বের ধন তাদের বুদ্ধিবল— মেধা। সেই শাণিত বুদ্ধির অহং গণভোগ্য সাহিত্যে গোয়েন্দার আকার নিয়েছিল। সেই গোয়েন্দা সরকারি হতে পারে কিংবা বেসরকারি, তাতে ইতর বিশেষ তারতম্য নেই। শরীরে বল একটু কম হলেও তাদের দক্ষতা এবং সাফল্যের মাপকাঠি ছিল শাণিত বুদ্ধি। তাছাড়া, ঔপনিবেশিক প্রভুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতে না-জড়িয়ে তারই শাসনতন্ত্রকে ব্যবহার করে নিজের আত্মস্বীকৃতি ঘোষণা করার উপযুক্ত পরিসর হয়ে ওঠে গোয়েন্দা কাহিনী। ঔপনিবেশিক শাসনে সবচেয়ে বিদ্রূপের শিকার বঙ্গীয় কেরানিকুলের প্রতিনিধি নয় বাঙালি গোয়েন্দারা। তারা বরং দেশহিতব্রতে নিয়োজিত এবং গড়পড়তা ঔপনিবেশিক প্রজার উল্টোদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিভূ, ঔপনিবেশিক আধুনিকতার রূপক। সেই পরিসরে স্বদেশপ্রেম এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও ঔপনিবেশিক শাসনের মূল ছাঁচটিকে অল্পবিস্তর সমালোচনা করেও শেষাবধি তারই অধীনে থাকা যায়।

খেয়াল করা দরকার, যে কেরানিকুলকে বিদ্রূপ করার দস্তুর ছিল, তারাই আবার গোয়েন্দা কাহিনীর পাঠকবর্গ। ফলে, সে হেন পাঠক একই সঙ্গে অবসর বিনোদন ও আত্মসমালোচনার এক অভূতপূর্ব পরিসর পেয়ে গিয়েছিল গোয়েন্দা সাহিত্যে। পাশাপাশি, লিঙ্গগত রাজনীতির নিরিখে পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ, নারীর নৈতিক 'স্খলন' ও তজ্জনিত 'অপরাধ', 'আদর্শ' নারীর ছাঁচ— সবই হাজির ছিল গল্পের আনাচে-কানাচে। তার সঙ্গে অবশ্য করে মিশে গিয়েছিল যৌনতার নানান ইঙ্গিত। কখনও বর্ণনায়, কখনও ছবিতে সেই ইঙ্গিতগুলির মূল উপজীব্য ছিল নারী। 'ভ্রষ্টা' কীভাবে যৌনতার কুহকে সকলকে আবিষ্ট করে রাখে, কিন্তু গোয়েন্দা সেই মোহাবেশে আচ্ছন্ন না-হয়ে রহস্য সমাধান করে 'ভ্রষ্টা'র শাস্তিবিধান শেষে নিজের 'সতী-সাধ্বী' স্ত্রীর কাছেই ফিরে আসেন— সেই রূপকল্প গোয়েন্দা কাহিনীগুলিতে বারবার ফিরে এসেছে। উপরন্তু, ঔপনিবেশিক আধুনিকতার হরেক উপকরণ— আধুনিক বিজ্ঞানিক যুক্তি, নানান রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ, নতুন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র এবং অবশ্যই খবরের কাগজ— সব মিলিয়ে সেই চাকচিক্যের হাতছানি উপনিবেশের আদতে বঞ্চিত শিক্ষিত প্রজাকুলের পক্ষে এড়ানো কঠিন ছিল।

তাই, গোয়েন্দা কাহিনীর লেখকরা কেবল পাঠকের মৌতাত জমিয়েই ক্ষান্ত হতেন না। কারণ, তাতে বিক্রির আঁকড়া পুষ্ট হলেও, দেশের প্রতি কর্তব্য পালন হয় না। ফলে, গল্পের তলায় তলায় দেখা যায় নিহিত আছে এক বিশেষ নৈতিকতার

---

[42] তদেব

বৃত্তান্ত। সেই বৃত্তান্তে 'আধুনিক' ও 'ঐতিহ্য'— দুয়ের মিশেল দিতে হয় মাপ বুঝে। কখনও আধুনিকতার জয়গান গাইলে, অন্যত্র ঐতিহ্য, প্রথা প্রভৃতির পক্ষেও সওয়াল হাজির করতে হয়। ঔপনিবেশিক শাসনের সুফল পুরো অস্বীকার করলেও চলে না। আবার গল্পের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে রাখতে হয় কীভাবে তাবৎ ঔপনিবেশিক শাসন যা পারল না, সেই সমস্যার সমাধানকারী দেশীয় যুবক গোয়েন্দার প্রশস্তি। এ যেন, শাসকের থেকে শেখা খেলাতেই শাসককে পরাস্ত করার গৌরব। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়ার এও এক প্রকাশ বৈকি।

আবার, পরাধীন প্রজার দৈনন্দিন বাস্তবতা থেকেও গোয়েন্দার মুক্তি নেই। তাই শেষ বিচারে ঔপনিবেশিক শাসকের ছকে দেওয়া শাসন-শৃঙ্খলার বড়ো কাঠামোকেই রক্ষা করার ভার নিতে হয় বাঙালি গোয়েন্দাকে। কয়েকটি ক্ষেত্রে 'অপরাধী'কে আইনের শাসনে সমর্পণ না-করলেও, বেশিরভাগ সময়েই 'দোষী'র বিচারের ভার ঔপনিবেশিক শাসন-কাঠামোর ওপরেই বর্তায়। ফলে, ঔপনিবেশিকতার বাস্তবতার সঙ্গে গ্রহণ-বর্জন তথা আত্তীকরণ-প্রত্যাখ্যানের একটা চলমান প্রক্রিয়া বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের মজ্জাগত। আবার অন্যদিকে, নতুন নেশনের যে কাঠামো তাতে কাকে কোন মান্যতা/বশ্যতার পাঠ দেওয়া দরকার, কার কোন ধাপে ঠাঁই হবে— সে সবের একটা আদলও যেন দেখতে পাওয়া যায় গল্পগুলির অন্দরে-অন্তরে। উচ্চবর্গীয়/উচ্চবর্ণীয় হিন্দু পুরুষের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক-অর্থনীতির অবস্থান থেকে বাকি সবকিছুকে দেখার, বিচার করার ও প্রতিনিধিত্ব করার যে মনোভঙ্গি সমকালীন বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বর্গে প্রকট, গোয়েন্দা সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম বিশেষ দেখা যায় না। তবে, কখনও কখনও একই লেখার ভিন্ন সংস্করণের তুলনা করলে কিছু কিছু পরিমার্জনের চিহ্ন যে ধরা পড়ে না, তেমনটাও নয়।[43]

উনিশ শতকের শেষ দশকেই পাঠকের দরবারে পুলিশ গোয়েন্দার রোমহর্ষক তদন্ত-আখ্যানের একটি প্রসর্যমান বাজার তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সমকালীন লেখকরা ক্রমে বুঝতে পেরেছিলেন যে ঔপনিবেশিক শাসনের হাত ধরে তাঁরা এমন একটি পণ্যের সন্ধান পেয়েছেন, যা একদিকে অনাস্বাদিতপূর্ব সাহিত্য গোত্র ও অন্যদিকে পুনরুৎপাদনযোগ্য গণভোগ্য। ফলে, নব্যশিক্ষিত ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের কাছে এই সাহিত্যগোত্রটির আকর্ষণ অমোঘ। এর মাধ্যমে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার নকলনবিশী যেমন সম্ভব, তেমনই এর মাধ্যমে প্রভুর খেলায় হাত পাকানোর সুযোগও মিলবে। উপরন্তু, এর মাধ্যমে আধুনিকতার একটি বিশেষ ভাবনা তুলে ঘরা সম্ভব, যেখানে একই ছকে দেশীয় ঐতিহ্য ও পাশ্চাত্যের আধুনিকতাকে মিশিয়ে দেওয়া যাবে। অনেক কাহিনীতে দেখা যাবে অবরোহী যুক্তিপদ্ধতি, বৈজ্ঞানিকতা কিংবা সূত্র বা ক্লু-র ইমারত সাজিয়ে নিঃসন্দেহে একজনকে অপরাধী সাব্যস্ত করার প্রক্রিয়ার বদলে জোরদার হয়ে উঠেছিল ভাগ্যের সহায়। গোয়েন্দা সেখানে বৈজ্ঞানিক কৌশল ও যুক্তির সাহায্যে নয়, বরং 'সতী-সাধ্বী' স্ত্রীর ধর্মাচরণের পুণ্যবলেই ঐ নারীর স্বামীকে বিপন্মুক্ত করতে পারে। গোয়েন্দা কাহিনী সেখানে নিছক রহস্য সমাধানের ধাঁধার খেলা নয়, বরং ধর্মের পথে জীবন যাপনের এক আলেখ্য নির্মাণ করছে, জাতীয়তা ও ধর্মের সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রতর্কের অংশ হয়ে উঠছে।

---

[43] তেমন একটি নজির কিশোরীমোহন বাকচির সচিত্র অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড। এই বইটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: অরিন্দম দাশগুপ্ত, 'ভূমিকা', সেকালের গোয়েন্দা কাহিনি, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. অনির্দেশিত

বস্তুত, গোয়েন্দা কাহিনীর কাঠামোটি পাশ্চাত্যে নির্মিত হলেও, ঔপনিবেশিক শাসনের হাত ধরে প্রাচ্যের শাসিত সমাজে তার হুবহু অনুকৃতি ঘটছে না। ভারতের জাতীয়তাবাদ যেমন সরাসরি পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদের অনুকরণ নয়, তেমনই বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য ইংরেজি ও ফরাসি গোয়েন্দা কাহিনীর ছায়ায় জন্ম নিলেও, বাস্তবত তার থেকে সরে গিয়েছিল। ফলে, ইংরেজি গোয়েন্দা গল্পে বৈজ্ঞানিকতা, অবরোহী যুক্তি পদ্ধতি, ক্লু বা সূত্রের নানান বিশ্লেষণী রীতি ও তথ্য উৎপাদন ও নথিবদ্ধ করার প্রকৌশল মুখ্য হয়ে উঠলেও, বাংলা গোয়েন্দা গল্পে ভাগ্যের সহায়তা, ভবিতব্য, ধর্মানুশীলন, অধর্ম,পাপ-পুণ্য এইসব প্রধান হয়ে ওঠে। ইংরেজ গোয়েন্দার বৌদ্ধিক দক্ষতার বদলে বাঙালি গোয়েন্দা কী করে কী হয়ে গেল তা ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হত। কিন্তু, সেই বৌদ্ধিক ব্যর্থতা চাপা পড়ে গিয়েছিল ঐতিহ্যের অনুকীর্তনে। সেই সাংস্কৃতিক দেশীয়তার অনুষঙ্গই বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীও ঔপনিবেশিক সমাজে জাতীয়তাবাদের নিজস্ব সংস্করণের অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল, হুবহু পাশ্চাত্য-প্রদর্শিত কাঠামোর অনুসরণ করেনি।[44]

ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সেই আবহে গোয়েন্দা কাহিনির পাঠক পেয়েছিল আধুনিক রুচিমানতার আদল। এহেন আধুনিকতাবাহী সাহিত্য 'পণ্য' বিক্রি করে লাভ ঘরে তুলতে এগিয়ে এসেছিল অনেক পত্রিকা। বই হিসেবে প্রকাশের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে অসংখ্য গোয়েন্দা গল্প-উপন্যাস। কিন্তু, ঔপনিবেশিক বাংলায় এই বিশিষ্ট সাহিত্য 'পণ্য' কীভাবে সমকালীন রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে বিনিময় ঘটিয়েছিল তা ঐতিহাসিকের বিশ্লেষণে সেভাবে ব্যাখ্যাত হয়নি। বর্তমান গবেষণায় সেই ইতিহাস বিশ্লেষণ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

তবে, পণ্য হিসাবে যতই বিক্রি হোক, গোয়েন্দা কাহিনী আদৌ সাহিত্য হিসাবে 'মান্য' কি-না সেই বিতর্ক ছিলই। গোয়েন্দা গল্প আদৌ 'সৎ সাহিত্য' কিংবা সাহিত্য পদবাচ্য কি না; জনসমক্ষে গোয়েন্দা গল্পের মৌতাতি পাঠক হিসেবে পরিচিতি পেলে, সেটা গৌরবের না লজ্জাকর— সে নিয়ে শিক্ষিতজনের মনে দ্বিধা যে ছিল, তার হরেক নমুনা আছে। ফলে, গল্প লিখিয়ে ও প্রকাশকদের মধ্যেও চেষ্টার অন্ত ছিল না কীভাবে তাদের লেখাকে সাহিত্য পংক্তিভুক্ত করা যায় ও তার প্রকাশন জৌলুসে পাঠকের চোখ-মন ধাঁধানো যায়। তাই কখনও ভালো কাগজে ছাপানো, ছবিওয়ালা প্রকাশন, তো কখনও তাঁর লেখা/প্রকাশিত বইটি কেন সমাজের প্রচলিত মান্য নৈতিকতার সীমানাতেই রয়েছে, সে কথা বিজ্ঞাপিত করতে দেখা যায় গোয়েন্দা গল্পের লেখক/ প্রকাশকদের। একইসঙ্গে, তাঁদেরও দরকার হয়ে পড়ে এক 'অপর', যার নিরিখে নিজের ভালোত্বের গুণগান করা যেতে পারে। সেই 'অপর' হলো বটতলার প্রকাশনা। এখানে খেয়াল করার মতো বিষয় হলো 'বটতলা' বলে 'অপর'কে দাগানোর সাংস্কৃতিক ও ক্ষমতার রাজনীতিটা। কে, কাকে, কেন, কীভাবে 'বটতলা' সাহিত্য বলে দাগাচ্ছেন, সেটি খেয়াল করা জরুরি। তার থেকে দেশীয় জনসমাজে বই-প্রকাশন-পাঠরুচি-কেন্দ্রিক জন-সংস্কৃতির ইতিহাসচর্চায় জরুরি কতগুলি প্রসঙ্গ উঠে আসতে পারে। পাশাপাশি, গোয়েন্দা কাহিনির বই প্রকাশনার একটা নিজস্ব পরিসরও ছিল। বিশেষত, লেখক-প্রকাশক সম্পর্ক, লেখার সত্ব, বইয়ের বিপণন-বিজ্ঞাপনের নানা মারপ্যাঁচ ও অনুবাদ-তরজমার নানা কায়দা— সেই সবই সুগভীর আলোচনার বিষয়।

---

[44] এই প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য খেয়াল করা যেতে পারে। জাতীয়তাবাদের মতই ঔপনিবেশিক আধুনিকতা ও তার দোসর গোয়েন্দা কাহিনীও প্রতীচ্য থেকে এলেও প্রাচ্যে হুবহু অনুসৃত হয়নি। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Partha Chatterjee, *Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse* (London : Zed Books, 1993 [1986])

বস্তুত, এই গবেষণা প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের আদিপর্বের একটা সমাজেতিহাস তৈরি করা। সেই আদিপর্বকেই এখানে 'প্রাগিতিহাস' বলা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের দারোগার দপ্তর থেকে শুরু করে যে ধারাটির অল্প-বিস্তর যাত্রার খতিয়ান বা ইতিহাস তবু কিছুটা চর্চা হয়েছে, এই গবেষণায় তার আগের পর্যায়ের বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন মান্য বাংলা অভিধান অনুসারে 'প্রাক্' অর্থে যে শুরু সংক্রান্ত বা পূর্ববর্তী সময়ের কথা বোঝানো হয়েছে, সেই অনুষঙ্গেই 'প্রাগিতিহাস' শব্দটি এখানে এসেছে। একটি নির্দিষ্ট স্থানিক ও কালিক পরিসরে ভাষা তথা প্রতর্কের মাধ্যমে কীভাবে একটি ধারণাগত কাঠামো বিন্যস্ত হয়— সেই সূত্র নিয়ে ভাবতে গিয়েই কীভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায় গোয়েন্দা সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের ভিত্তিভূমি তৈরি হয়েছিল— এই মূল প্রশ্নকে ঘিরেই এই গবেষণা আবর্তিত হয়েছে। তারই হদিশ পেতে গিয়ে বোঝার চেষ্টা হয়েছে যে কীভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের জটিল আবর্তে, পুঁজিবাদ নামের বিশ্বব্যবস্থার ছাঁচে ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বের অংশ হিসেবে 'অপরাধ' ও 'অপরাধী' এবং 'সাক্ষ্য-প্রমাণ', 'আইন', 'শাস্তি', 'ন্যায় বিচার' প্রভৃতি ধারণা সম্পর্কিত প্রতর্কগুলি দেশীয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ও ক্রমে তার ভিত্তিতে অপরাধের তদন্ত কাহিনীর বাজার গড়ে উঠেছিল। বস্তুত, সেই বাজার না-গড়ে উঠলে গোয়েন্দা গল্প নামের পণ্যের পসরা সাজিয়ে উপর্যুপরি এত লেখক-প্রকাশক হাজির হতেন না। এই গবেষণায় সেই বাজার তৈরির প্রক্রিয়াটিকে উপনিবেশের শাসক ও শাসিত— কেন্দ্র ও প্রান্তের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার চেষ্টা হয়েছে।

দেশীয় সমাজের সামাজিকতা, নৈতিকতা, সংস্কার আন্দোলন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিকাশ ও জাতীয়তার চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে সেই প্রসঙ্গগুলি কীভাবে বিবর্তিত হয়েছিল; ঔপনিবেশিক আধুনিকতার ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে ও একটি ঔপনিবেশিক শিক্ষা ও জীবিকা-নির্ভর সমাজব্যবস্থায় গোয়েন্দা কাহিনীর মধ্যে কীভাবে শ্রেণি, বর্ণ, সম্প্রদায় ও লিঙ্গগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ দেখা যায়; শ্রম ও উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্র ও 'অপরাধী' বর্গের নির্মাণের মধ্যে সম্পর্ক কী ছিল; ঔপনিবেশিক ও জাতীয়তাবাদী — উভয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে লিঙ্গ প্রসঙ্গে ভাবনা, নারীর যৌনতা ও তার নিয়ন্ত্রণ, নারী শরীরের ও স্বাধীনতার অধিকার তথা যৌন নৈতিকতার বিশেষ ধরনের মাপকাঠির প্রয়োগ, 'খলনায়িকা' ধারণার বিভিন্ন প্রকাশ কীভাবে ঘটেছিল; এবং এই সবেরই স্থানিক পরিসর হিসাবে ঔপনিবেশিক ভারতের আদি রাজধানী ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে একদা লন্ডনের পরে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ শহর কলকাতার স্থানিকতার (topological) বিবর্তন ও গোয়েন্দা গল্পের সঙ্গে তার সম্পর্ক, দেশীয় জনসমাজের পাঠাভ্যাস; জনরুচি নির্মাণে ও ঔপনিবেশিক শাসনের মান্যতা তৈরিতে গোয়েন্দা সাহিত্যের ভূমিকা; জাতীয়তাবাদী বিকল্প ও ঔপনিবেশিক আধুনিকতার বিস্তারে গোয়েন্দা গল্পের ভূমিকা— এই সবই স্বল্প বা দীর্ঘ আয়তনে, সরলরেখায় কিংবা তির্যকভাবে এই গবেষণায় জুড়ে গিয়েছে। সেই বিশ্লেষণের কৌশল হিসাবে ঐ বিষয়ক বিভিন্ন প্রতর্কের নির্মাণ প্রক্রিয়াগুলি (Discursive Formations) বিচার করা হয়েছে এবং সেগুলির সঙ্গে পরিপ্রেক্ষিত মিলিয়ে গোয়েন্দা কাহিনীগুলিও পুনঃপাঠ করা হয়েছে।

কোনো সুনির্দিষ্ট সন-তারিখ দিয়ে এই গবেষণার কালিক পরিসর চিহ্নিত করা হয়নি। তার প্রধান কারণ ক্যালেন্ডারি তারিখ বা বছর মেনে সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটে না। সেই বদল এক বড় কাল-পরিসরব্যেপে ঘটে। সেই বিচারে বর্তমান গবেষণার কালগত সূচনা হিসাবে অষ্টাদশ শতকের শেষ লগ্নে ঔপনিবেশিক শাসনের কাঠামোয়

মাতৃরাষ্ট্র ইংল্যন্ড ও তার বঙ্গীয় উপনিবেশের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে প্রতর্কের উদ্ভবকে ধরা যেতে পারে। তবে, মূলত উনিশ শতকে পুঁজিবাদের অধীনে ঔপনিবেশিক শাসন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন প্রকরণ থেকে কীভাবে গোয়েন্দা কাহিনী উদ্ভূত হয় ও সেই কাহিনীগুলিতে ঐ কাঠামোর বহিঃপ্রকাশ কীভাবে ঘটেছিল, তাই মূল বিবেচ্য। সেই প্রসঙ্গেই বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ঔপনিবেশিক বাংলায় গোয়েন্দা কাহিনীর প্রসার ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফলে, মূলত উনিশ শতক ও বিশ শতকের প্রথমার্ধ এই গবেষণার কালিক পরিসর।

এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য যে, ঐ কালগত পরিসরে ইংরেজিতে ও বাংলায় অগণিত রহস্য-রোমাঞ্চ ও গোয়েন্দা কাহিনী লিখিত হয়েছিল। কিন্তু, সেই সমস্ত উদাহরণ কোনো মতেই একটি গবেষণা প্রকল্পের আওতায় বিচার করা সম্ভব নয়। ফলে, লেখক ও কাহিনী নির্বাচনের কৌশল অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই গবেষণায় মূলত প্রতিনিধিত্বমূলক লেখক ও কাহিনীগুলিকেই আলোচনার আওতায় আনা হয়েছে। একই লেখকের সমস্ত বইও অনেকক্ষেত্রে আলোচিত হয়নি। বাদ পড়েছেন অনেকে। কিন্তু, তার মানে এই নয় যে, ঐ বাদ যাওয়া লেখক কিংবা কাহিনীর প্রসঙ্গগুলি গুরুত্বহীন। বস্তুত, প্রতর্ক বিশ্লেষণে কোনো বয়ানই গুরুত্বহীন হতে পারে না। ভবিষ্যতে, সেইসব কাহিনী সম্পর্কে আরও গবেষণা হলে হয়ত বর্তমান গবেষণায় তোলা মূল প্রশ্নগুলির আলোচনা আরও ঋদ্ধ হতে পারে, আবার নতুন বিতর্ক তৈরি হতে পারে, কিংবা এই আলোচনার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অবকাশ ঘটতে পারে। ফলে, এই গবেষণা কোনোভাবেই সামগ্রিকতার দাবি করছে না। বরং, এটি আদতে একটি অণু-পরিসরের গবেষণা (Micro Study), যা অবশ্যই বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে অংশ ও পরিচয়বাহী। ফলে, অণুকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে বৃহতের একটি আন্দাজ পাওয়াই বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

গবেষণা সন্দর্ভের অধ্যায় বিভাজন

সমগ্র গবেষণা সন্দর্ভটি উপক্রমণিকা ও পরবর্তী পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে কীভাবে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের প্রাথমিক পর্যায়— প্রাগিতিহাস— বিশ্লেষণ করে উনিশ শতকী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের ইতিহাসের কেন্দ্র ও প্রান্তের মধ্যে সম্পর্কের পারস্পরিকতার সম্পর্কটি উন্মোচন করা যায়।

উপক্রমণিকা অংশে বর্তমান গবেষণার তাত্ত্বিক পরিসর ও মূল প্রশ্নগুলি ব্যাখ্যাত হয়েছে। ইতোপূর্বে যেসব গবেষণা হয়েছে, সেগুলি আলোচনা করে মূল প্রশ্নগুলি কেন গভীরে বিশ্লেষণ করা দরকার তা স্পষ্ট করা হয়েছে। যে তাত্ত্বিক গবেষণা প্রণালী ও বিশ্লেষণী পদ্ধতি (methodological analysis) প্রযুক্ত হয়েছে তারও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শেষে পরবর্তী পাঁচটি অধ্যায়ের মূল বিবেচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে বিবেচ্য ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের ঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিত। সাধারণত, ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের যে ইউরোপ-কেন্দ্রিক যাত্রাপথের আলোচনা করা হয়, তার যুক্তি অনুযায়ী ইউরোপ তার নিজের গরজে নিজেরই সমাজ-কাঠামোর অন্তঃস্থল থেকে গোয়েন্দা সাহিত্যের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। এখানে যে মূল প্রশ্নটির উপরে জোর দেওয়া হয়েছে তা হল, গোয়েন্দা কাহিনীর এই শুরুয়াদি প্রক্রিয়ায় প্রাচ্যের অবস্থান কোথায়? উনিশ শতকে ইউরোপ ও প্রধানত ইংল্যন্ড ও

ফ্রান্স ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রসারের উদগ্র বাসনায় পরস্পর দ্বন্দ্বরত। তার পাশাপাশি, পুঁজিবাদ নামের বিশ্বব্যবস্থা ও তার দোসর বুর্জোয়া রাষ্ট্রিক মতাদর্শের জগৎজোড়া প্রসর্যমানতা। তার মূলে ছিল অষ্টাদশ শতকী ইউরোপীয় জ্ঞানদীপ্তির যমজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য। সেই পুঁজি ও সাম্রাজ্য উভয় প্রসারের অভিমুখই ছিল প্রাচ্য। সেই প্রসঙ্গের গভীরে গেলে স্পষ্ট হবে যে, ইওরোপীয় বিশেষত ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের উদ্ভবের একটি ঔপনিবেশিক ইতিহাসও আছে। উপনিবেশের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও ইংল্যান্ডে সেই অভিজ্ঞতার প্রভাব জনসমাজে যে 'সংকট'-ধারণা তৈরি করেছিল থেকেই ইংরেজ গোয়েন্দা নামের কল্পচরিত্রের গণগ্রাহ্যতা নির্মিত হয়েছিল। এহেন গভীর প্রভাববিস্তারী সেই ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতারাজি জারিত হয়েছিল শ্বেতাঙ্গ-আধিপত্যবাদী সাম্রাজ্যগর্বী প্রাচ্যবাদী মতাদর্শে।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা তথা বলপ্রয়োগহীন আইনের শাসন কায়েম সম্পর্কে এক নতুন কল্পনাই ইংল্যান্ডে গোয়েন্দা সাহিত্যের ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল। ক্রমে গোয়েন্দা বলে বিশেষ একটি চরিত্র ইংরেজি সাহিত্যে ও গণমানসে ঠাঁই করে নেয়, যে শাস্তি দিয়ে অর্থাৎ বলপ্রয়োগ করে নয়, বরং যুক্তি দিয়ে বিচার করে অপরাধীকে চিহ্নিত করতে পারে; সাম্রাজ্য সুরক্ষিত হয় গায়ের জোরে নয়, যুক্তি-বুদ্ধির সুচারু প্রয়োগে। এইদিক থেকে বিচার করলে ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্য উনিশ শতক জুড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঘর ও বাহিরে ক্ষমতার অন্তর্গত হিংস্রতার উপরে আলোকদীপ্তি-সঞ্জাত ব্যক্তি-স্বাধীনতার উজ্জ্বলতম প্রলেপ, যে প্রলেপে এমনকী ঔপনিবেশিক প্রজারও চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। এখানে খেয়াল রাখতে হবে গোয়েন্দা কাহিনীর সেই ছাঁচের আদলে উপনিবেশের অভিজ্ঞতাও মিশে ছিল। বস্তুত, ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের প্রাথমিক মালমশলার অনেকটাই এসেছিল ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশের অভিজ্ঞতা থেকে। সেই অর্থে উপনিবেশই হয়ে উঠেছিল গোয়েন্দা সাহিত্যের কাঁচামালের জোগানদার আর লন্ডনের পুলিশি কার্যকলাপ ছিল সেই কাঁচামালের থেকে তৈরি আদিরূপের মান্যতাদাতা। ব্রিটিশ-ভারতে ঠগী দমনের পদ্ধতি ও তার বিভিন্ন আখ্যান ব্রিটিশ পাঠককে প্রাথমিকভাবে গোয়েন্দা চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। ধোঁয়াশাচ্ছন্ন ভারতে ঠগীদের গোপন কার্যকলাপ ও গুপ্ত সাংকেতিক ভাষা-রহস্য ভেদ করে উপনিবেশে আইনের শাসন কায়েম করে ভারতীয় প্রজার ধন-প্রাণ রক্ষার মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনের সার্থকতা ও আলোকদীপ্ত পুলিশি প্রতিষ্ঠানের যাথার্থ্য নিরূপণে অব্যর্থ ভূমিকা পালন করেছিল ঠগীদমন বিভাগ ও সেই সম্পর্কিত বিভিন্ন আখ্যান। রহস্যময় প্রাচ্যের প্রতি প্রতীচ্যের মনোভাব ঠগী বিষয়ক আখ্যানগুলিতে স্পষ্ট হয়েছে। নৃশংস বল প্রয়োগ করে স্বীকারোক্তি আদায়ের 'মধ্যযুগীয়' বর্বরতার বদলে ইংরেজ-আদর্শ-সিঞ্চিত উদারনৈতিক সংস্কারমূলক মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটেছিল ঠগী-আখ্যানগুলিতে। ফলে, ব্রিটিশ উপনিবেশ না-থাকলে ইংরেজ গোয়েন্দা ও তার মনোহর আখ্যান সৃষ্টি হত কিনা ও সেই আখ্যান ও তার কেন্দ্রীয় চরিত্র বিশ্বজয়ে সফল হত কিনা সেই প্রশ্নের বিচারই মূল উপজীব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দুটি মূল প্রসঙ্গ — ভারতীয় উপনিবেশ থেকে আফিমের ব্যবসা ও নেশা এবং ১৮৫৭-র বিদ্রোহ কীভাবে নেশা, ষড়যন্ত্র ও 'অপরাধী' নির্মাণের মতাদর্শ সম্পর্কিত প্রতর্ক গড়ে তুলেছিল, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হোমসের গল্পে ঔপনিবেশিক প্রজার তৈরি জিজেল বুলেট ও উপনিবেশের 'অভিশাপ' আন্ত্রিক জ্বরের পারম্পরিক ধাক্কায় ধ্বস্ত ওয়াটসন যখন ফিরে আসেন লন্ডনে, যেন তাঁর সঙ্গেই ফিরে আসে ঔপনিবেশিক স্মৃতি, যে স্মৃতি ঔপনিবেশিক শাসন কায়েমের দোসর। ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের বিখ্যাততম কথক ডাক্তার ওয়াটসনের মতই তাঁর সমকালীন ব্রিটিশ মননে

ও স্মৃতি-সত্তায় প্রাচ্যের উপনিবেশের অভিজ্ঞতা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। সাম্রাজ্যের চিন্তায় মোহিত ইংরেজ লেখক তাই সহজেই সাম্রাজ্যের অপর খুঁজে পেয়েছেন উপনিবেশে, পাশ্চাত্যের অপর প্রাচ্যে, শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার অপর কৃষ্ণাঙ্গ 'আদিমতায়' ; অর্থাৎ সমীকরণটা হয়ে গেছে পাশ্চাত্যের গরীয়ান সাম্রাজ্য বনাম প্রাচ্যের অসভ্য উপনিবেশ।

উনিশ শতকব্যেপে পুঁজিবাদ-ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ-প্রাচ্যবাদ ও অপরাধের নৃতত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিকতার যে আবহাওয়ায় ভিক্টোরীয় সমাজ-মতাদর্শের বাস্তবায়ন ঘটেছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে উইলকি কলিন্সের *The Moonstone* উপন্যাসটি শাখা-প্রশাখা মেলতে পেরেছিল। সাম্রাজ্যিক কল্পনা ও নেশার আসক্তিগত মানস-কাঠামোর সম্পর্কের এক জটিল বয়ান ফুটে উঠেছে আর্থার কনান ডয়েলের *The Sign of the Four* উপন্যাসেও। আর উভয় রচনাতেই মূল ধরতাই হিসাবে উঠে এসেছিল সেই সময় পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সবথেকে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা-স্মৃতির কেন্দ্রবিন্দু সেই ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের তথা ব্রিটিশ সভ্যতার বিরুদ্ধে 'ষড়যন্ত্র' প্রসঙ্গ। প্রাচ্যের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের নিরিখে ঔপনিবেশিক নেশা (আফিম) এবং ঔপনিবেশিক উপপ্লব (১৮৫৭-র বিদ্রোহ)— উভয়ের নিরিখে ঔপনিবেশিক অপরাধীর অবয়ব স্পষ্ট হতে থাকে। ঔপনিবেশিক প্রজার কালিক ও স্থানিক অবস্থানের আদিমতাই তার অপরাধী হওয়ার সাবুদ। ক্রমশঃ যেন সমগ্র উপনিবেশই হয়ে ওঠে বিচিত্র অপরাধের আঁতুড়ঘর। ১৮৫৭-র বিদ্রোহের প্রভাবে ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির তরফে ভারতে 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠার প্রবল চেষ্টার সমন্বয়ে ভারতে বিচিত্র 'অপরাধী' নির্মাণ শুরু হয়। পূর্বেকার ঠগী ধারণার এ যেন এক নবরূপ। সেখানে সমস্ত দেশীয় জনগোষ্ঠীই সেই ঠগীর রূপান্তর। উপনিবেশের প্রজা মাত্রেই অপরাধী— উনিশ শতকের অন্ত্যভাগে ঔপনিবেশিক শাসকের তৈরি এই ধারণা আর কেবল কল্পিত গোয়েন্দা আখ্যান হয়েই সীমিত থাকে না, বরং ভারতে ব্রিটিশ শাসনকাঠামোর মর্মস্থিত ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বের জনপ্রিয়তম আদর্শমানে রূপান্তরিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়ে মূল আলোচ্য বিষয় বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে 'অপরাধী' নির্মাণের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বের ভূমিকা। বস্তুত, ঔপনিবেশিক শাসক ও শাসিতর একটা অংশের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ঠগী ও ডাকাত — এই দুই চরিত্রকে ঘিরেই ঔপনিবেশিক অপরাধীর আদিকল্প নির্মিত হয়েছিল। আর তার বিপরীতে আইনের শাসনের প্রবর্তক, আলোকদীপ্ত আধুনিক শৃঙ্খলারক্ষকের ধারণাও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বস্তুত, ঠগী-বৃত্তান্ত ও তার দমনের কৌশল এক নতুন ধরনের আখ্যান-গোত্রের জন্ম দিয়েছিল, যার দ্বারা গোয়েন্দা কাহিনীর পাঠকের আগাম দীক্ষা ঘটেছিল বলা যেতে পারে। দ্রুতভিত্তিতে ঠগীদের চিহ্নিত করা, সেই কাজে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা, অপরাধীদের শাস্তিদানের মাধ্যমে শান্তি ও সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতি বজায় রাখা— ঠগীদমনের মধ্যে ভবিষ্যত গোয়েন্দা আখ্যানের সবকটি বৈশিষ্ট্যের বীজ নিহিত ছিল। পাশাপাশি, 'অপরাধী' কে?— সেই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের প্রতর্ক গড়ে উঠেছিল, যার মূল ভিত্তি ছিল 'অপরাধী'র দৈহিকতা। কোন্ সেই সুনির্দিষ্ট লক্ষণ-চিহ্ন যার ভিত্তিতে সন্দেহ পরিণত হবে প্রতীতিতে, নিশ্চিত করে চিনে নেওয়া যাবে 'ক্রিমিনাল্' কে? সেই প্রশ্নের নিরসনে ক্রমে জন্ম নিয়েছিল বিভিন্ন দৈহিকতার নিরিখে অপরাধীর শনাক্তকরণের বিচিত্রবিদ্যা। সেইসব চর্চা-গবেষণা ঔপনিবেশিক শাসক ও ঔপনিবেশিক প্রজার মননে-আচরণেও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। 'জন্মগত অপরাধী' সংক্রান্ত আদিকল্পকে ঘিরে নানান তর্ক-বিতর্ক ও

আলোচনার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকে 'অপরাধ' ও 'অপরাধী' বিষয়ে প্রতর্কের একটি জনজীবন ঔপনিবেশিক শিক্ষিত সমাজে গড়ে উঠেছিল।

ঔপনিবেশিক প্রজার মনে সংশয় থাকলেও ঊনবিংশ শতকী ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পুরোভাগে থাকা ইঙ্গ-ফরাসি জ্ঞানতত্ত্বের হাত ধরে ফ্রেনলজি ও 'অপরাধী'র নানান দৈহিক পরিমাপের মত বিদ্যাচর্চা পশ্চিম ইওরোপের ছাঁচে গড়া এক নতুন 'আদর্শমান' হাজির করেছিল। উনিশ শতকী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রশাসনিকতা-উদ্ভূত জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে অপরাধতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের যে গাঁটছড়া আপাত-বিজ্ঞান ফ্রেনলজির সুতোয় বাঁধা হয়েছিল, তার প্রতিফলন ইংরেজি গোয়েন্দা সাহিত্যের আদিপর্বে সুস্পষ্ট। সেই প্রতর্কের প্রতিফলন দেখা যায় উপনিবেশের প্রজার তথাকথিত 'হিংস্রতা'র বর্ণনায়। ডয়েলের লেখায় স্পষ্ট হয়ে যায় জাতিগত হীনতার ছক, যেখানে পাশ্চাত্য জাতিগুলি প্রাচ্যজাতিসমূহের থেকে 'উন্নত ও উচ্চস্থানীয়', এবং উন্নত পাশ্চাত্য শ্বেতাঙ্গ জাতিসমূহের কর্তব্য ঐ 'অনুন্নত' প্রাচ্যজাতিগুলিতে ঔপনিবেশিক শাসন বিস্তারের মাধ্যমে তাদের সভ্যতার আলোয় দীপ্ত করে তোলা। এইভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধব্যেপে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের উপস্থিতি প্রবলভাবে অনুভূত হয় সাম্রাজ্যিক রহস্য রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারধর্মী ও গোয়েন্দা-আশ্রিত ইংরেজি রচনাসমূহে, এবং তার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে এমন এক ব্রিটিশ সত্তা, যা প্রধানত সাম্রাজ্যের অভিজ্ঞতার নির্ভরে দাঁড়িয়ে থাকে। উনিশ শতকের ধাপ বেয়ে শিরোমিতিবিদ্যা, লম্ব্রোসীয় অপরাধতত্ত্ব, 'অপরাধ' ও 'অপরাধী'র সঙ্গে যুক্ত ঔপনিবেশিক আদিমতার ধারণা, অপরাধীর দৈহিকতা, আন্দামান— ঔপনিবেশিক শাসন-প্রসূত সমস্ত ধারণারাজি যেন ন্যায্যতা পায় উপনিবেশের প্রজা-কর্তৃক ঔপনিবেশিক আধুনিকতার কৃতার্থ গ্রহণে। সেই বিচারে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য আদিপর্ব থেকেই সেই ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সন্তান।

চতুর্থ অধ্যায়ে মূল উপজীব্য প্রশ্ন হল কোন আবহে ঔপনিবেশিক বাংলায় সরকারি ও সাহিত্য-নির্ভর বেসরকারি গোয়েন্দা পরিচয় নির্মিত হয়েছিল। উনিশ শতকী ইওরোপে প্রচলিত ধারণা ছিল যে, অপরাধীরা শারীরবৃত্তীয়ভাবে 'বিকৃত' বা 'অধঃপতিত'। সেই শতকেই ইওরোপ জুড়ে ফ্রেনলজি চর্চার যে প্রসার ঘটেছিল, তার প্রভাবে করোটি, মস্তিষ্ক ও সামাজিক আচরণের আন্তঃসম্পর্ক এবং তার সঙ্গে অপরাধ প্রবণতাকে মিলিয়ে বিচার করার ধারা তৈরি হয়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগেই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের হাত ধরে 'বিপজ্জনক শ্রেণি' ও 'অপরাধী শ্রেণি' প্রভৃতি ধারণা উপনিবেশে হাজির হয়েছিল। সাধারণত সমাজের প্রান্তিক গরিবদেরই এই বর্গে ঠাঁই হত। পেটের দায়ে রোজগারের তাগিদে স্থানান্তরে ঘুরে-বেড়ানো ঐ দরিদ্র লোকেদের চরণিকতাই ছিল প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের শিরঃপীড়ার কারণ। বিশৃঙ্খলা ও অপরাধের সঙ্গে এই ভ্রামণিক মানুষগুলির অস্তিত্ব যেন এক হয়ে গিয়েছিল। এর সঙ্গেই ক্রমে জুড়ে গিয়েছিল 'অপরাধী শ্রেণি' বা 'criminal class' সম্পর্কিত ধারণা।

বস্তুত, এভাবেই বিভিন্ন গোত্রের হরেক প্রতর্ক (discourse) থেকে তাত্ত্বিক-প্রশাসনিক ও শিক্ষিত জনপরিসরে 'অপরাধ' ও 'অপরাধী' ধারণাগুলি প্রসারিত হচ্ছিল। ১৮৯০-এর দশকে ইওরোপে স্পষ্টতই অপরাধ-নৃতত্ত্ব এবং অপরাধের বিচার প্রক্রিয়ার বহু তত্ত্ব ও লব্জ গণগ্রাহী হয়ে উঠেছিল গোয়েন্দা কাহিনীর মাধ্যমে। বিভিন্ন বাচনিক প্রকরণের মাধ্যমে একজন পেশাজীবী— নৃতাত্ত্বিক, অপরাধতাত্ত্বিক ও গোয়েন্দা— মানব শরীরের হাড়হদ্দ থেকে ব্যক্তির পরিচয় নির্ধারণ

করার 'বৈজ্ঞানিক' কৌশল প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠে। মূলত, আইনের শাসন জারি রাখাই গোয়েন্দা আখ্যানের অভীষ্ট। সেই ছাঁচ ক্রমে উপনিবেশেও গ্রাহ্য ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তার প্রমাণ দারোগার দপ্তর-এর জনপ্রিয়তা। লন্ডন ও কলকাতা— ব্রিটিশ উপনিবেশের দুই কেন্দ্রকে মিলিয়ে বিচার করলে গোয়েন্দা কাহিনীর মত গণমোহিনী আখ্যান, অপরাধী শনাক্ত করে 'আইনের শাসন' প্রয়োগের পদ্ধতিসমূহ এবং সেই বিষয়ে ঔপনিবেশিক শিক্ষিত জনসমাজের বৈচারিক প্রতিক্রিয়া — সবই একই কালিকতায় মিশে যাচ্ছে এবং রচনার গোত্রভেদব্যেপে সবেরই কেন্দ্রীয় বিষয় অপরাধ— অপরাধী নির্ণয় ও তার বিচার তথা শাস্তিবিধান। উপরন্তু, মিশে আছে এক বৈশ্বিক নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিকতাসিদ্ধ অবরোহী যুক্তিক্রমের ধারণা, যার দ্বারা নিঃসংশয়ে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা যাবে অপরাধীকে। বৈজ্ঞানিকতা ও অপরাধী নির্ণয়ের ক্ষমতার রাজনীতি সেখানে মিলেমিশে যায়। অপরাধী নির্ণয়ের সেই নৈর্ব্যক্তিক কৌশল হিসাবে পুলিশ-প্রশাসকরা ক্রমে আঙুলের ছাপকেই ব্যক্তির নির্দ্বিধ শনাক্তকরণ চিহ্ন হিসাবে গ্রহণ-প্রয়োগ-প্রতিষ্ঠা করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে, উপনিবেশ নামের নতুন পরিসরকে বাগে আনতে হলে এমনসব 'বৈজ্ঞানিক' পদ্ধতি যা অসমসত্ত্ব প্রজা-সমাজের সাধারণীকরণে সহায়ক হবে। তাই ঔপনিবেশিক প্রশাসনিকতা ও জ্ঞানতত্ত্বের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে বর্গীকরণ, এবং অ্যানথ্রোপোমেট্রি হোক কিংবা আঙুলের ছাপ— সবই সেই বর্গীকরণের ভিন্ন প্রকার মাত্র। বস্তুত, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নজরদারির প্রকরণসমূহ থেকেই আদতে আঙুলের ছাপভিত্তিক শনাক্তকরণ পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল ঔপনিবেশিক আবহে। তার থেকে আবারও বোঝা যায় যে, উপনিবেশ ও মাতৃরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতাসমূহের মিথস্ক্রিয়া থেকেই উদ্ভূত জ্ঞানতত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল গোয়েন্দা কাহিনীতে। ঔপনিবেশিক শাসনে আঙুলের ছাপ-নির্ভর পরিচয় নির্ণয়ের পদ্ধতিতে জাগতিক ও প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অনিবার্যতার মতই এক 'বিশ্বজনীন বৈজ্ঞানিকতা'র ছাঁচ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য তথা জ্ঞানতত্ত্বের বাহক ও শরিক হয়ে উঠেছিল।

পঞ্চম অধ্যায়ে মূল বিবেচ্য বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর মুদ্রিত জনজীবন কীভাবে তৈরি হয়েছিল। আঙুলের ছাপ থেকে অপরাধী ধরার কৌশল হোক বা গোয়েন্দা সাহিত্য— উভয়ই উপনিবেশ থেকে মাতৃরাষ্ট্র ইংল্যান্ডে গিয়ে আবার উপনিবেশে ফেরত এসেছিল। উপনিবেশে সেই প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তে তার গায়ে লেপ্টে ছিল ইউরোপীয় আধুনিকতার চিহ্ন। বাঙলা গোয়েন্দা সাহিত্যে 'অপর' নির্মাণ প্রক্রিয়ার আদিপর্বের গ্রাহক ছিল ঔপনিবেশিক আধুনিকতাজাত ইংরেজি শিক্ষিত প্রজাপুঞ্জ, যারা প্রভুর ছাঁচে নিজেদের গড়ে নিতে উদ্যোগী। সেই ঔপনিবেশিক আধুনিকতার আবহে একটি বিশেষ সামাজিক-বৌদ্ধিক দ্বন্দ্বের পরিসর তৈরি হয়েছিল। সেখানে উচ্চবর্গ ও বর্ণের পরিচয়বাহী হিন্দু পুরুষের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক-অর্থনীতির অবস্থান থেকে বাকি সবকিছুকে দেখার, বিচার করার ও প্রতিনিধিত্ব করার মনোভঙ্গি প্রকট। মাথা অর্থাৎ মগজ বা তথাকথিত মেধাই যে আসল অস্ত্র বা পুঁজি সেটা স্পষ্ট হয়ে গেছিল এই শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের কাছে। এই বিমূর্ত যুক্তির প্রত্যক্ষ সাহিত্যিক প্রতিরূপ হলো বেসরকারি গোয়েন্দা। উপনিবেশে মুদ্রণ-পুঁজির বিস্তারের ফলে পত্র-পত্রিকা হোক বা নানান কিসিমের সাহিত্যে ছাপার অক্ষরে সেই প্রতর্কের বহিঃপ্রকাশের হিসাবে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে পৌঁছে বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীগুলি 'সত্য'সন্ধানে ব্রতী, দেশহিত ও মধ্যবিত্ত জাতীয়তার 'রূপকথা'য় পরিণত হয়েছিল। সেখানে কেবল ইংরেজি গোয়েন্দা কাহিনীর অনুকরণ করা হয়নি, বরং 'ঐতিহ্য' ও

‘আধুনিকতা’ তথা ‘দেশজ’ ও ‘বিদেশী’ প্রভৃতির সংশ্লেষ ঘটেছিল। বিশেষত, যৌনতা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি সেই প্রতর্কে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। একদিকে নারীর ‘সতীত্ব’ রক্ষার বয়ান একাধিক কাহিনীর মূল বিষয়বস্তু ছিল এবং অন্যদিকে ‘ভ্রষ্টা’ নারীর যৌনতার বিবরণ দিয়ে পুরুষ পাঠককে গোয়েন্দা কাহিনী নামের পণ্যটি কিনতে প্রলুব্ধ করা হত। এহেন বিভিন্ন সম্মিলন থেকে তৈরি হয়েছিল বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর নিজস্ব আখ্যান-জগত, চিহ্নাবলী ও লক্ষণাত্মক পরিচিতিসমূহ। সেই আধুনিক রূপকথায় নতুন নেশনের নেতৃত্ব সেই মেধাজীবী হিন্দু বাঙালীর স্বয়ং-কল্পনা প্রকট হয়, যারা ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে থেকেই জাতীয়তার এক বিকল্প আখ্যান রচনা করেছিল।

অতিসংক্ষিপ্ত উল্লেখপঞ্জী

অনুসন্ধান-এর মূল পত্রিকাগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ রক্ষিত আছে। সেন্টার ফর স্টাডিজ় ইন সোশাল সায়েন্সজ়-এর হিতেশরঞ্জন সান্যাল মেমরিয়ল আর্কাইভে মাইক্রোফিল্ম কপিগুলি আছে এবং সেন্টার ও হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়া ইন্সটিটিউট-এর যৌথতায় সেগুলির ডিজিটাল কপি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে— https://fid4sa-repository.ub.uni-heidelberg.de/view/schriftenreihen/sr-34.html?lang=en

অরিন্দম দাশগুপ্ত (অনূদিত), মিয়াজান দারোগার একরারনামা , কলকাতা : চর্চাপদ, ২০০৯

— (সম্পা.), সেকালের গোয়েন্দা কাহিনী, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ, ২০১৭ [২০১৬]

— (সম্পা.), সেকালের গোয়েন্দা কাহিনী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ, ২০১৭

— (সম্পা.), সেকালের গোয়েন্দা গল্প, কলকাতা : আনন্দ, ২০১৯

— (অনূদিত ও সম্পাদিত), আর্দালি পাঁচকড়ি খানের ঝাঁকিদর্শন , কলকাতা: আনন্দ, ২০১৯

— (সম্পা.), সেকালের গোয়েন্দা কাহিনী, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা : আনন্দ, ২০২১

— (সম্পা.), বামাগণ বিরচিত সেকালের গোয়েন্দা কাহিনী, কলকাতা : আনন্দ, ২০২৪

অরুণ নাগ (সম্পাদিত), সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা , কলকাতা: আনন্দ, ২০১০

অরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), রায়বাহাদুর শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত দারোগার দপ্তর, খণ্ড ১, কলকাতা : পুনশ্চ, ২০০৪

— (সম্পা.), রায়বাহাদুর শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত দারোগার দপ্তর, খণ্ড ২, কলকাতা : পুনশ্চ, ২০০৪

— (সম্পা.), রায়বাহাদুর শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত দারোগার দপ্তর, খণ্ড ৩, কলকাতা : পুনশ্চ, ২০২১

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত, সাহিত্যের গোয়েন্দা , কলকাতা : পরশপাথর, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

সুকুমার সেন, ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি, কলকাতা : আনন্দ, ২০১২ [১৯৮৮]

— গল্প সংগ্রহ, কলকাতা : আনন্দ, ২০০৯

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, কলকাতা : অনুষ্টুপ, ২০১৩ [২০০৮]

সৌম্যেন পাল ও প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), বাঁকাউল্লার দপ্তর (কলকাতা: চর্চাপদ, ২০১৩), পৃ. ২০

Arnold, David. “Crime and Crime Control in Madras, 1858–1947,” in Anand A. Yang, ed., *Crime and Criminality in British India* , Ann Arbor: Association for Asian Studies, 1985

— *Police Power and Colonial Rule : Madras 1859-1947* , Delhi : OUP, 1986

— *Science, Technology and Medicine in Colonial India,* UK: Cambridge University Press, 2000

Banerjee, Sumanta. *The Wicked City : Crime and Punishment in Colonial Calcutta*, New Delhi : Orient Blackswan, 2009

Chatterjee, Partha. *Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse*, London : Zed Books, 1993 [1986]

— "The Nationalist Resolution of the Women's Question", in Kumkum Sangari and Sudesh Vaid, eds, *Recasting Women* , New Delhi: Kali for Women, 1989

— *The Black Hole of Empire : History of a Global Practice of Power* , Princeton & Oxford :Princeton University Press, 2012

Chattopadhyay, Basudeb. *Crime and Control in Early Colonial Bengal : 1770-1860*, Calcutta : K P Bagchi & Co., 2000

Chattopadhyay, Gautam. (Ed.), *Awakening in Bengal in Early Nineteenth Century (Selected Documents)* Vol.1, Calcutta: Progressive Publishers,1956

Chaudhuri, Rosinka. *India's First Radicals : Young Bengal and the British Empire* , India : Penguin Random House, 2025

Chowdhury, Indira. *The Frail Hero and Virile History : Gender and t1e Politics of Culture in Colonial Bengal* , Delhi : OUP, 1998

Roy, Shampa. *Gender and Criminality in Bangla Crime Narratives : Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries*, United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2017

Roy, Shampa. *True Crime Writings in Colonial India : Offending Bodies and Darogas in Nineteenth-Century Bengal*, London & New York : Routledge, 2021

Sinha, Mrinalini. *Colonial masculinity : The 'Manly Englishman' and the 'Effeminate Bengali' in the Late Nineteenth Century* , Manchester : Manchester University Press, 1995